পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস বা উপকরণ

THE WORLD BANK

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি মন্ত্রণালয়
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস বা উপকরণ

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি মন্ত্রণালয়

জুন ২০২৫

PARTNER

পার্টনারের জন্য পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস বা উপকরণ

Environment and social safeguard tools for PARTNER

প্রণয়নে

মৃত্যুঞ্জয় রায়
এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল সেফগার্ড স্পেশালিস্ট, পিসিইউ, পার্টনার

ড. নছিবা আক্তার
জেন্ডার স্পেশালিস্ট, পিসিইউ, পার্টনার

অনুমোদন

আবুল কালাম আজাদ
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, পিসিইউ, পার্টনার

প্রকাশের তারিখ

জুন, ২০২৫

প্রকাশনায়

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ
অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫

মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০ কপি

দাবীত্যাগকারী (Disclaimer)

পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা টুলস বা হাতিয়ারগুলো পার্টনার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারদের জন্য বালাই ব্যবস্থাপনা, শ্রম ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ ও জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সাধারণ সহায়ক বই বা রেফারেন্স হিসাবে সরবরাহ করা হলো। এখানে থাকা তথ্যগুলো পার্টনারের বাস্তবায়নকারী ও সহযোগী সংস্থাগুলোকে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, হাতিয়ার বা টুলগুলোতে বর্ণিত পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার চর্চার পদ্ধতিগুলো বোঝার এবং সেসব কাজ সম্পাদনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে। পার্টনারের সকল বাস্তবায়নকারী ও সহযোগী সংস্থাকে পরবর্তীতে এসব বিষয়ে আরও ভালোভাবে বোঝা ও যে কোনো সহযোগিতার জন্য প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেশন ইউনিট (পিসিইউ) বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এটি প্রথম সংস্করণ হিসাবে বিবেচিত হবে যা প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে আপডেট বা সংস্কার করা যেতে পারে।

PARTNER

সারকথা

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)-এর ‘পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস বা উপকরণ’ টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল কৃষি উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। যেহেতু কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জীবিকার ভিত্তিপ্রস্তর, তাই এই প্রকাশনায় প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে পরিবেশগত, সামাজিক এবং জেন্ডার বিবেচনাকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাংক এবং ইফাদ সহ জাতীয় নীতি এবং বৈশ্বিক মানদণ্ডসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঝুঁকি সনাক্তকরণ, পরিচালনা এবং তা নিরসনের জন্য কার্যকর কাঠামো প্রদান করেছে। এই টুলসে রয়েছে টেকসই ফসলের বালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (PMP), শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (LMP), কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিকল্পনা (GIP), এবং সমাজের নিরাপত্তা ও সমতা নিশ্চিত করার জন্য জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ পরিকল্পনা (GVP)। একসাথে, এই টুলগুলোর লক্ষ্য পরিবেশের সুরক্ষা দেওয়া, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করা এবং জেন্ডার সমতাকে এগিয়ে নেয়া, যাতে পার্টনার গ্রামীণ বাংলাদেশকে আরও টেকসই, ন্যায়সঙ্গত ও সহনশীল কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়।

পূর্বকথা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে এবং যা এ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ স্থিতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর গুরুত্ব স্বীকার করে, প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) সামাজিক সাম্যতা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব রক্ষার মাধ্যমে কৃষি খাতকে আধুনিকভাবে রূপান্তর করতে চায়। এই উদ্যোগ সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের জন্য টেকসই সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থায়িত্বের সমন্বয় সাধনের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে।

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলগুলো বাস্তবায়নকারী সংস্থা, নীতিনির্ধারক এবং সহযোগী অংশীদারদের এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই টুলগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটের সাথে মানানসই ও বিশ্বব্যাপী অনুসৃত সেরা চর্চাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এই প্রোগ্রামের পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রম অধিকার এবং জেন্ডার সমতাকে নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এসব টুল বা হাতিয়ার ক্ষতিকারক রাসায়নিকের উপর নির্ভরতা কমাতে, ন্যায্য শ্রম অবস্থার উন্নয়ন ও জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নিতে এবং এসব বিষয়ে ঝুঁকি প্রশমন করতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য কার্যকর কাঠামো বা ভিত্তি প্রদান করবে।

কৃষিক্ষেত্রে এই সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোকে একীভূত করে, পার্টনার নিশ্চিত করে যে, পরিবেশগত ভারসাম্যের সাথে কোনোরূপ আপস না করেই কৃষির রূপান্তর ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জীবনকে উন্নত করা যায়। এই টুলস বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং চর্চাকারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল, যা টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের কৃষির জন্য একটি অংশীদারী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। এই টুলসটি একটি নির্দেশিকা ও কর্মের আহ্বান, যা অংশীজনদের আরও সহনশীল, ন্যায়সঙ্গত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে তাদের ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। পার্টনারের সকল অংশীজন বা স্টেকহোল্ডার, কর্মী ও নীতি নির্ধারকবৃন্দসহ সকলের কাছে আমরা আহ্বান জানাই, তাঁরা যেন ‘পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস’কে আন্তরিকভাবে গ্রহণ ও চর্চা করেন। সক্রিয় অংশগ্রহণ, উন্মুক্ত সংলাপ এবং ক্রমাগত শিক্ষার উপর তাঁদের সাফল্য নির্ভর করে। একসাথে, আমরা এর মাধ্যমে পার্টনার প্রোগ্রামের লক্ষ্য অর্জন করতে পারি এবং বাংলাদেশে আরও টেকসই এবং ন্যায্য কৃষি ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করতে পারি।

প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটরের কথা

আমি অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের সাথে প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)-এর জন্য প্রণীত 'পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস'-এর প্রকাশকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই টুলস বা হাতিয়ারে পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায্যতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ টেকসই কৃষি উন্নয়নের প্রতি আমাদের অটল প্রতিশ্রুতির কথাকে প্রতিফলিত করেছে। এতে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সাথে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে এসব টুলস পার্টনারের কার্যক্রমগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দায়িত্বশীল এবং ভবিষ্যতমুখী করে তোলার জন্য একটি সুষ্ঠু কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করতে পারে।

পার্টনার কর্মসূচি কেবল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নয়, বরং এটি এমন একটি কৃষি ব্যবস্থা তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে যা বালাই ব্যবস্থাপনা, শ্রম অধিকার, জেন্ডার সমতা এবং জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই টুলগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর ক্ষমতায়ন, শ্রমিকদের সুরক্ষা ও টেকসহিতা এবং ন্যায্যতার বিশ্বব্যাপী মান দন্ড বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে। আমি পার্টনারের সকল বাস্তবায়নকারী সংস্থা, নীতিনির্ধারক এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতাদেরসহ সকল অংশীজনদের নিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্যের সাথে এই টুলস গ্রহণ ও চর্চা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। একসাথে, আমরা বাংলাদেশের কৃষি খাতকে সহনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই মডেলে রূপান্তরিত করতে পারি, যা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বৈষম্যহীন এবং আরও ন্যায়সঙ্গত উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করবে।

আবুল কালাম আজাদ
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর
পিসিইউ, পার্টনার

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল সেফগার্ড টিমের কথা

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল সেফগার্ড স্পেশালিস্টের কথা

পার্টনার প্রোগ্রামের পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই টুলস উপস্থাপন করা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যা পরিবেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্বশীল এবং টেকসই কৃষি চর্চার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছে। পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস মূলত পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একই সাথে আমাদের কার্যক্রমগুলোয় যাতে সামাজের গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসহ এই টুলগুলো পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ওপর নির্ভরতা কমানোর ওপর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার চর্চা ও প্রসার এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে আমরা বাংলাদেশে টেকসই কৃষির জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করার আশা রাখি। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং বিধি-বিধান অনুসরণ করে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যে টুল বা হাতিয়ার প্রণয়ন করা হয়েছে, আশা করি সেগুলো আমাদের এসব প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়ক হবে।

আমি সকল অংশীজনদের এসব নীতি ও টুলগুলো গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করছি, যাতে কৃষি রূপান্তরের দিকে আমাদের যাত্রা হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল এবং পরিবেশবান্ধব।

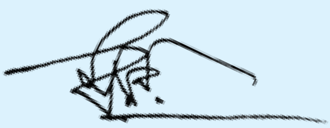

মৃত্যুঞ্জয় রায়
এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল সেফগার্ড স্পেশালিস্ট, পিসিইউ, পার্টনার

পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা
Environment and social safeguard

‘পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা টুলস’-এ যা রয়েছে:

* বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (PMP) ০১

* শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (LMP) ১৩

* জেন্ডার অন্তর্ভূক্তি পরিকল্পনা (GIP) ২৩

* জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ পরিকল্পনা (GVP) ২৯

শব্দ সংক্ষেপ (List of Abbreviations)

APCU= Agency Level Program Coordination Unit
BADC=Bangladesh Agriculture Development Corporation
BARC= Bangladesh Agricultural Research Council
BARI=Bangladesh Agriculture Research Institute
BBS= Bangladesh Bureau of Statistics
BCNC= Bangladesh National Building Code
BINA=Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture
BIRTAN= Bangladesh Institute of Research and Training for Applied Nutrition
BJRI= Bangladesh Jute Research Institute
BLR= Bangladesh Labour Rules
BMDA= Barind Multipurpose Development Authority
BRRI= Bangladesh Rice Research Institute
BSCRI= Bangladesh Sugar Crop Research Institute
BWMRI= Bangladesh Wheat and Maize Research Institute
CDB=Cotton Development Board
CoC= Code of Conduct
DAE= Department of Agricultural Extension
DAM=Department of Agricultural Marketing
DLI= Disbursement Link Indicator
ESMS= Environment and Social Management System
ESS= Environmental and Social Standard
ESU= Environment and Social Unit
GBV= Gender-Based Violence
GIP= Gender Inclusion Plan
GRM= Grievance Redress Mechanism
GRP= Grievance Resolution Process
GRS= Grievance Redress System
IA= Implementing Agency
IFAD= International Fund for Agricultural Development
IPM= Integrated Pest Management
LMP= Labour Management Plan
MCH= Medical College Hospital
MoA= Ministry of Agriculture
MSPVAW= Multi-Sectoral Program on Violence Against Women
NGO= Non-Government Organization
NWDP= National Women's Development Policy
OCC= One Stop Crisis Centre
OHP= Occupational Health Safety
OSHP= Occupational Safety and Health Plan
PARTNER= Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship, and Resilience in Bangladesh
PCU= Program Coordination Unit
PFA= Provident Fund Act
PMP= Pest Management Plan
SEA= Sexual Exploitation and Abuse
SH= Sexual Harassment
VAW= Violence Against Women
WB= World Bank

বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিএমপি)

Pest Management Plan (PMP)

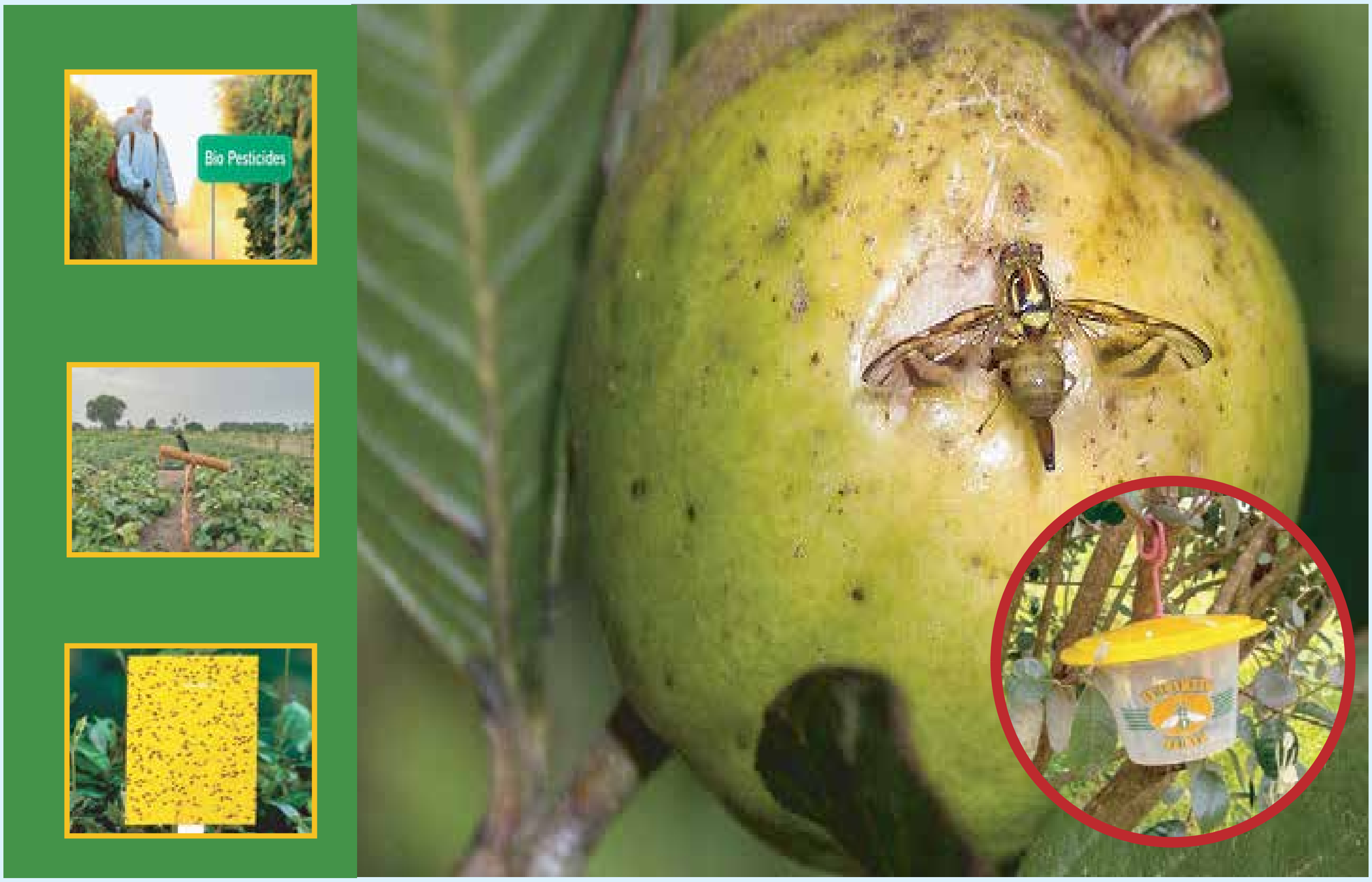

THE WORLD BANK

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

PARTNER

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন,
এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রোগ্রামের বর্ণনা

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং ইফাদ-এর অর্থায়নে পরিচালিত একটি যৌথ প্রকল্প। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। পার্টনারের কার্যক্রম সারা দেশে ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রোগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য হলো, খোরপোশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এই প্রোগ্রামটি মূলত তিনটি কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে যেখানে ১০টি ডিসবার্সড লিঙ্কড ইন্ডিকেটর (ডিএলআই) ও ২৪টি ডিসবার্সড লিংকড রেজাল্ট (ডিএলআর) রয়েছে। এটি একটি 'P for R (Program for Result)' প্রোগ্রাম।

পার্টনার প্রোগ্রামটি জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮ পর্যন্ত ৭টি বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও ৮টি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই), বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এবং স্ট্রাটেজিক পার্টনার বা কৌশলগত অংশীদার হলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮টি সংস্থা যেমন- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআইএনএ), বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই), তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)।

পার্টনার প্রোগ্রামের মূল সার্বিক লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের খোরপোশ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এই মূল লক্ষ্য অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্টনার প্রোগ্রামের বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো বিভিন্ন চাষাবাদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যার মধ্যে রয়েছে নতুন প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রম, উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) ব্যবহার করে ফল ও সবজির আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি, ধান এবং চাল-বহির্ভূত শস্য (গম ও ভুট্টা), ডাল, তৈলবীজ এবং উদ্যান ফসল ইত্যাদির চাষ সম্প্রসারণ। বাণিজ্যিক কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় যুব ও মহিলা উদ্যোক্তা, কৃষি উদ্ভাবন ও পরিষেবা, মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন, কৃষি-বাজার গবেষণাও পার্টনার-এর বিবেচ্য বিষয়। ফসল চাষাবাদ এ প্রকল্পের মূল কাজ, তাই কর্মসুচি এলাকায় কীটনাশক ব্যবহার হ্রাস করা প্রকল্প কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

১.২ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) হলো বালাই ব্যবস্থাপনার একটি ধারণা যা বালাই নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করে কোনো ফসলের খেতের বালাইগুলোকে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে ফসলকে আর্থিক ক্ষতিসীমার নিচে রাখে। অর্থনৈতিক ক্ষতিসীমার একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে বালাইনিয়ন্ত্রণের জন্য জৈবিক, চাষাবাদ, যান্ত্রিক, ভৌত এবং রাসায়নিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আইপিএম সমন্বয় করে। অর্থাৎ ফসলের অবস্থা বুঝে বালাই ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃষকদের সাহায্য ও উৎসাহিত করে।

১.৩ বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হলো বালাই সনাক্তকরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করার একটি কৌশল, একই সাথে মানুষ, পোষা প্রাণী এবং পরিবেশের ঝুঁকি কমিয়ে আনা। সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হল সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম), যা বালাই নিয়ন্ত্রণের ব্যয়-সাশ্রয়ী পদ্ধতিগুলোকে একত্রিত করে। আইপিএম চর্চার মধ্যে রয়েছে পূর্ব পরিকল্পনা, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ বা মাঠ পরিদর্শন, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি ব্যবহার যা কৃত্রিম রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহারের ওপর একক নির্ভরতা হ্রাসের ওপর জোর দেয়।

১.৪ যৌক্তিকতা

বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিএমপি) পার্টনারের সেসব স্টেকহোল্ডারদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে যারা ফসলের বালাই ও বালাইনাশক নিয়ে কাজ করেন। এটি বালাই ব্যবস্থাপনার কারণে পরিবেশ ও সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব (যার মধ্যে কীটনাশকের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত)) পর্যবেক্ষণ ও প্রশমন করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয় এবং বীজ ব্যবহার থেকে শুরু করে রোপণ, ফসলের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় এবং ফসল কাটার পরবর্তী বিষয়গুলোসহ মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে মূলনীতি হিসাবে বিবেচনা করে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম সু ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করে, যাতে ভোক্তাদের জন্য উৎপাদিত ফসল নিরাপদ হয়। এটি আইপিএম সম্পর্কিত জাতীয় নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা বালাই

ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয়তা এবং শর্তাবলীর ওপর জোর দিয়েছে। এছাড়াও, পার্টনার প্রণীত বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিএমপি) এ দেশে বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য পর্যাপ্ত উপযুক্ত কৌশল গ্রহণকে উৎসাহিত যাতে আইপিএম কৌশলগুলোকে টিকিয়ে রাখা যায়।

১.৫ পিএমপির সাধারণ উদ্দেশ্য

- জৈবিক, চাষাবাদ, ভৌত, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি, প্রাকৃতিক কৌশল এবং উপযুক্ত জৈব ও রাসায়নিক বালাইনাশক ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা।
- কৃষক, কৃষিপণ্য বিপণনকারী এবং উদ্যোক্তাদের রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের কুফল এবং জনস্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা।
- ফসলের পোকামাকড় ও রোগের মারাত্মক আক্রমণ বা প্রাদুর্ভাবের সময় বালাই ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা এবং সে অবস্থাতেও বালাইনাশক প্রয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর চেষ্টা করার জন্য কার্যকর প্রযুক্তি প্রবর্তন করা।
- নিরাপদ, কার্যকর, সামাজিক এবং পরিবেশগতভাবে সুরক্ষিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রচার ও সমর্থন করার জন্য দেশের আইনগত কাঠামো এবং সংস্থাসমূহের সক্ষমতা মূল্যায়ন করা এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।
- বালাই আক্রমণের ওপর অতন্দ্র জরিপের ব্যবস্থা বহাল রাখা নিশ্চিত করা।

১.৬ পিএমপির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশে ধান, ধান ছাড়া অন্যান্য ফসল যেমন- গম, ভূট্টা, ডাল, তেলবীজ, ফল এবং সবজি ফসলের প্রধান ক্ষতিকর পোকামাকড়, রোগ, মেরুদণ্ডী প্রাণী ইত্যাদি চিহ্নিত করা।
- বাংলাদেশে নির্বাচিত ফসলের গুরুত্বপূর্ণ বা মূখ্য পোকামাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করা।
- পিএমপি এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশল অনুসরণ করে ফসলের পোকামাকড় এবং রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ করা। পোকামাকড়ের সংখ্যা ও রোগের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক এবং অ-রাসায়নিক পদ্ধতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা। যদি কখনো কোনো বিরূপ অবস্থায় কোনো বালাইয়ের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। সাধারণভাবে প্রথমে অ-বিষাক্ত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলো প্রয়োগ করা উচিত, এতে ব্যর্থ হলে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে বিষাক্ত বালাইনাশকের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সব রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও বালাইনাশকের অপেক্ষমান কাল অনুসরণ করতে হবে।
- একটি ব্যয় সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ বালাই ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড, জিএপি প্রোটোকল, আইন এবং বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে বালাই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- বিশ্বব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতির সাথে সঙ্গতি বিধান নিশ্চিত করা।

২.০ নীতি, নিয়ন্ত্রক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পর্যালোচনা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসলের বালাই নিয়ন্ত্রণ এবং সারের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে এই প্রোগ্রামের কার্যকারিতার ওপর বেশ কয়েকটি খাতের নীতির সম্পর্ক রয়েছে। মূল নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি, ভূমি, পানি, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বালাই বা বালাই-নাশক নীতি। বাংলাদেশে বালাই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি আইন, নীতিমালা এবং বিধি রয়েছে, যেমন-

- কীটনাশক অধ্যাদেশ, ১৯৭১
- এই অধ্যাদেশে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন–
- বালাইনাশক নিবন্ধন ও বাতিলকরণ
- বালাইনাশক আমদানি ও নিষিদ্ধকরণ
- বালাইনাশক সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের নিয়মাবলী

বালাইনাশক বিধি, ১৯৮৫

- এই বিধিগুলোর মধ্যে বালাইনাশক ব্যবহারে সুরক্ষামূলক সতর্কতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন-
- বালাইনাশক মোড়কের গায়ের লেবেলটি মনোযোগ সহকারে পড়া

- প্রতিরক্ষামূলক পোশাক এবং সরঞ্জাম পড়া
- খাওয়া, পান করা বা ধূমপানের আগে হাত এবং উন্মুক্ত ত্বক ধোয়া ইত্যাদি।

বালাইনাশক আইন ২০১৮

এই আইনটিতে রয়েছে– বালাইনাশক নিবন্ধন, বালাইনাশক নিবন্ধনের জন্য আবেদন ও নিবন্ধন প্রদান, নিবন্ধনের মেয়াদ, নিবন্ধন নবায়ন, নিবন্ধন বাতিল, বালাইনাশক আমদানি ও উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধকরণ, লেবেল ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা, বালাইনাশকের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা, বালাইনাশক সংরক্ষণ এবং ব্যবহার, বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি, প্যাকেজে চিহ্নিত গুণাগুণবিহীন বালাইনাশক বিক্রির দণ্ড, অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার ইত্যাদি।

জাতীয় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০২

এই নীতিটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

- বাংলাদেশ ধ্বংসাত্মক পোকামাকড় ও বালাই নিয়ন্ত্রণ বিধি, ১৯৬৬
  এই বিধিগুলি বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে–
- বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ আমদানির প্রয়োজনীয়তা ও সাবধানতা, যেমন হেভিয়া (ঐবাবধ) গণের উদ্ভিদ।
- বাডউড এবং অন্যান্য বংশবিস্তারের উদ্ভিদ দ্রব্যাদির ট্রিটমেন্ট বা শোধন।
- আমদানি করা প্যাকিং উপাদান এবং বাডউড হিসেবে ব্যবহৃত নয় এমন বংশবিস্তার দ্রব্যাদি ধ্বংস করা ইত্যাদি।
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩
  এ বিধিমালায় রয়েছে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ ও মূল্যায়ন, পরিবেশগত ছাড়পত্র, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বিষয়।

বালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি

বিশ্ব ব্যাংকের বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মূলনীতি হলো রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার কমানো ও জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়ানো। রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার বৃদ্ধির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি ন্যুনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা। বিশ্ব ব্যাংকের বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ভিত্তি হলো সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) যাতে রয়েছে বালাইনাশক ব্যবহার হ্রাসের নানাবিধ টেকসই কৌশল।

কৃষি মন্ত্রণালয় একটি বিস্তারিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশলের উপর জোর দেয় যা দেশের বিধিবদ্ধ কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে নিরাপদ, কার্যকর এবং পরিবেশবান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিশ্চিত করা যায়। বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিএমপি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে কার্যকর, বিশেষ করে নতুন নতুন বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রবর্তন, বিদ্যমান পদ্ধতিতে পরিবর্তন, অথবা উচ্চ-ফলনশীল জাত চাষের কারণে কীটনাশক ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নিরূপণে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারের মধ্যে নতুন বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন বা বিদ্যমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলোর বিস্তারণ বালাইনাশক ব্যবহারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কখনো কখনো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং অন্যান্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো দ্বারা প্রদত্ত কৃষি পরিষেবাগুলোর ফলে বালাইনাশক ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলে এসব ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

অতএব, কৃষি মন্ত্রণালয় টেকসই বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলোর সমন্বয় করে, প্রচলিত বিধি ও আইন অনুসরণ করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বালাইনাশক ব্যবহারের এসব ঝুঁকি প্রশমন বা হ্রাসে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কৃষি মন্ত্রণালযের লক্ষ্য হলো বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সব অংশীদারদের সহযোগিতা এবং বিদ্যমান বিধিগুলোর মাধ্যমে এমন একটি নির্দেশিকা বা গাইডলাইন তৈরি করা যা দ্বারা ফসল উৎপাদনে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩.০ পিএমপির কার্যক্রম

পার্টনার থেকে বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিএমপি) তৈরি করা হয়েছে । এই পরিকল্পনাটি পার্টনার প্রোগ্রামের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ডেমোনেস্ট্রেশন ও ভ্যালিডেশন ট্রায়াল কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত স্টাফ ও কৃষকরা এসব কার্যক্রমে বালাই ব্যবস্থাপনা কাজগুলো পরিবেশসম্মতভাবে করতে পারেন। বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যেসব কার্যক্রমগুলো অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা সরণি-১ এ উল্লেখ করা হলো-

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চক্র

PARTNER

৪.০ ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা

৪.১ সাধারণ নীতিমালা

ফসলের বালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য আইপিএম একটি ভালো পদ্ধতি। শুধুমাত্র কীটনাশক ব্যবহার না করে বালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য আশির দশকে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ধারণার সূত্রপাত ঘটে। এটি একটি পদ্ধতিগত পরিকল্পনা যা বিভিন্ন উপযুক্ত বালাই নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে একটি কার্যক্রমে একত্রিত করে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) একটি ধারণা বা কনসেপ্ট যার মধ্যে রয়েছে-

- ফসলের বালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য নিবন্ধিত রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যাবহার হ্রাস।
- কীটনাশকের প্রতি বালাইগুলোর সার্বজনীন বিকাশ।
- সুপরিবেশের স্বার্থে কীটনাশক-ভিত্তিক বালাই ব্যবস্থাপনার ওপর একক নির্ভরতা পরিহার।
- বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য এমন সব পদ্ধতি বা কৌশলের দরকার যা উৎপাদকের জন্য লাভ বৃদ্ধি করে এবং ভোক্তার জন্য খরচ কমায়

৪.২ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) পদ্ধতি

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য বেশ কিছু আইপিএম ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে যা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে ব্যবস্থাপনার সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। বালাই ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলো পরিবেশগতভাবে নিরাপদ, সস্তা, স্থানীয়ভাবে সুলভ এবং কৃষকদের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়া উচিত। এ দেশে ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনার এরূপ সুলভ কিছু ব্যবস্থা বা পদ্ধতি নীচে উল্লেখ করা হল–

৪.২.১ ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হলো খেতের ফসলে বালাইয়ের আক্রমণ হওয়ার পূর্বে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব কাজ করতে হবে। প্রতিরোধমূলক কাজ করলে ফসলের বালাইয়ের আক্রমণ হয় না বা হলেও তার মাত্রা থাকে খুব কম। ফসলের বালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে–

- বালাইয়ের প্রতি সহনশীল ফসলের জাত ব্যবহার।
- সুষম সার ব্যবহার, তিন কিস্তিতে ইউরিয়া প্রয়োগ।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন।
- জৈব এবং উদ্ভিদজাত কীটনাশক দিয়ে বীজ শোধন ব্যবস্থা ব্যবহার।
- জৈব সার এবং সুষম সার ব্যবহার।
- চারা রোপণের সঠিক দূরত্ব অনুসরণ করা যাতে গাছগুলোর মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে। ঘন করে চারা রোপণ পরিহার করা।
- খেতে ডাল বা কঞ্চি পুঁতে পোকাখেকো পাখিদের বসার ব্যবস্থা করা।
- খেত আগাছামুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখা।
- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা।
- পরিষ্কার চাষ অনুশীলন করা।
- হলুদ আঠা ফাঁদ ব্যবহার করা।
- ফাঁদ এবং পতঙ্গ বিতাড়নকারী গাছ (যেমন সারির মাঝখানে এবং জমির চারপাশে ঢেঁড়শ বা সরিষা গাছ রাখা, বেগুন খেতে ধনিয়া ইত্যাদি) চাষ করা।

৪.২.২ ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিকার/নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হলো খেতের ফসলে বালাইয়ের আক্রমণ হওয়ার পর তা নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব কাজ করতে হবে। বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য বেশ কিছু প্রতিকার/নিরাময়মূলক পদ্ধতি রয়েছে, যা থেকে এক বা একাধিক পদ্ধতি নির্বাচন করে নির্দিষ্ট রোগ বা পোকার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন–

- ধানের ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য জমিতে ৭-৮ দিন সেচ বন্ধ রাখা ও বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা।
- খেতের সীমানা কাছে থাকা ভাসমান আবর্জনা সংগ্রহ করা এবং সেগুলো মাটির নিচে পুঁতে ফেলা।
- রোগজীবাণুর বাহক পোকা ও ক্ষতিকর পোকাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ এবং হাতজাল ব্যবহার করা।

PARTNER

- সুস্থ গাছ থেকে সংগৃহীত ভালো বীজ ব্যবহার করা বা সুস্থসবল চারা লাগানোর জন্য ব্যবহার করা।
- জমিতে পানি ধরে রাখা বা জমি থেকে পানি বের করে দেওয়া (রোগের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে)।
- নির্দিষ্ট কিছু পোকামাকড় এবং রোগের আক্রমণের ক্ষেত্রে কিছু দিনের জন্য জমি শুষ্ক রাখা।
- আক্রান্ত গাছের নাড়া বা খড় পুড়িয়ে ফেলা। খেতে থাকা আগাছা বিশেষ করে ঘাস জাতীয় আগাছা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- বীজতলার জন্য একই জমি ক্রমাগত ব্যবহার না করা।
- নরম বীজতলা ব্যবহার করা এবং সর্বদা তা আর্দ্র রাখা (রোগের উপর নির্ভর করে)।
- রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে জমি শুকানো (রোগের ওপর নির্ভর করে)।
- রোগে আক্রান্ত চারা সরিয়ে ফেলা।
- রোগাক্রান্ত গাছপালা পুড়িয়ে ফেলা।
- বীজতলার মাটির সাথে ধানের তুষ মিশিয়ে দেওয়া (রোগের ওপর নির্ভর করে)।
- প্রাথমিক আক্রমণ কমাতে আক্রান্ত ফসলের অবশিষ্টাংশ দ্রুত ধ্বংস করা।
- রোগজীবাণু ও পোকামাকড়ের বিকল্প পোষক বা আশ্রয়দাতা আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা।
- উদ্ভিদের আক্রান্ত অংশ অপসারণ এবং ধ্বংস করা।
- কৃমি বা নেমাটোড নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম খইল (হেক্টরে ২৫০ কেজি) প্রয়োগ করা।
- ভাইরাসজনিত রোগের বাহক এফিড বা জাবপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য হলুদ আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করা, সাদা মাছির জন্য
- নীল ফাঁদ ও থ্রিপসের জন্য সাদা ফাঁদ ব্যবহার করা।
- ফসলের ধ্বংসাবশেষ পচিয়ে (না পুড়িয়ে) খেত পরিষ্কার রাখা।
- খেত সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গাছগুলোর মধ্যে সঠিক পরিসর বজায় রাখা।
- উঁচু জমি এবং সুনিষ্কাশিত মাটি ব্যবহার করুন (শাকসবজি ও ফলের জন্য)।
- জৈব-কীটনাশকের ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেওয়া (পরিশিষ্ট ১)।
- প্রয়োজনে সঠিক বালাইনাশক, সঠিক মাত্রা, সঠিক সময় এবং সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা। শেষ ব্যবস্থা হিসেবে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা, বিশেষ করে স্পট বা স্থানিক প্রয়োগের মাধ্যমে।

পরিশিষ্ট ১ (চলমান): উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই কর্তৃক অনুমোদিত জৈব-বালাইনাশকের তালিকা

ক্রমিক নং	সাধারণ নাম	বাণিজ্যিক নাম	সুপারিশকৃত ফসল	যে বালইয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর	প্রয়োগ মাত্রা
২৪	ল্যান্টাডেনস ও ভ্যাসিন	আর্চার ৭৫% ডব্লিউপি	চা	লাল মরিচা	২.০ কেজি
২৫	এজাডিরেকটিন এ+বি	স্পোডো-লিউর	বাধাকপি	সাধারণ কাটুই পোকা	১.৫ লিটার
২৬	সাইপারমেথ্রিন	সেরানক	আম	ফলের মাছি	১০০টি ফাঁদ
২৭			পেয়ারা	ফলের মাছি	১০০টি ফাঁদ
২৮	মিথাইল ইউজেনল + অ্যাবামেকটিন	জোনাট্র্যাক	আম	ফলের মাছি	১০০টি ফাঁদ
২৯			পেয়ারা	ফলের মাছি	১০০টি ফাঁদ
৩০	-	স্পোডো-এনপিভি	বাধাকপি	কাটা কৃমি	০.২ গ্রাম/লি.পানি
৩১	-	ডেকোরপ্রিমা	বেগুন	ফিউসারিয়াম উইল্ট	১০০ গ্রাম/ লি পানি/ ৩৩ শতক
৩২	-	ট্রাইকস্ট ১% ডব্লিউপি	চা	চারকোল স্ট্যাম্প পচা, কলার পচা	৫ কেজি
৩৩	-	মনেক্স ০.৫ ডব্লিউপি	টমেটো	ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট	৫ গ্রাম / লি পানি
৩৪	-	এটি ফ্রুট লিউর ৬৯	আম	ফলের মাছি	৭০টি ফাঁদ
৩৫	-	ফল আর্মি লিউর	ভুট্টা	ফল আর্মিওয়ার্ম	৪০টি লিউর
৩৬	-	নিউ সেরিকো	দানা শস্য	গুদামজাত শস্যের পোকা	১ টি ট্র্যাপ/১০০ মিটার
৩৭	-	হে লিউর আর্মিওয়াম	ভুট্টা	ফল আর্মিওয়ার্ম	৪০টি লিউর
৩৮	-	মানিক ফেরোমন ফাঁদ	করলা	ফলের মাছি	১০০টি ফাঁদ
৩৯	-	হেলিকো এনপিভি	টমেটো	ফল ছিদ্রকারী পোকা	০.২ গ্রাম / লি পানি
৪০	-	বায়ো-বিটি-কে	বাঁধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাক মথ	৪০টি লিউর
৪১	-	আন্টারিও ৩ কে	টমেটো	পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা	১ গ্রাম/লি পানি
৪২	-	ট্রেসার ১৭৫ এমএল	ভুট্টা	এফিড, থ্রিপস	০.৪ মিলি/লিটার পানি
৪৩	-	বায়ো চমক	ধান	বাদামি গাছ ফড়িং	১.৫-২.৫ মিলি/লিটার পানি
৪৪	-	সাকসেস ৬৫০ এমএল	ধান, দেশী শিম	থ্রিপস	১.২ মিলি/লিটার পানি

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করুন

১.৪ এলএমপি-এর উদ্দেশ্য

এলএমপি-এর উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের চাহিদা ও ঝুঁকিগুলো নিরূপণ করে সেগুলো নিরসনে পরিকল্পনা করা ও বাস্তবায়নে প্রকল্পকে সহায়তা করা, এবং শ্রমিক সম্পর্কিত বিষয়াদির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ নির্ধারণ করা। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি) প্রকল্পের শ্রমিক-সম্পর্কিত বিষয়গুলোর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এলএমপি-এর উদ্দেশ্য হলো–

- শ্রমিকের চাহিদা/ প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা: প্রকল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক এবং তাদের চাহিদা চিহ্নিত করা।
- ঝুঁকি চিহ্নিত করা: জেন্ডার রেসপনসিভ শ্রমিক-সম্পর্কিত ঝুঁকি ও প্রভাবকে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।
- সম্পদ নির্ধারণ: জেন্ডার রেসপনসিভ শ্রমিক-সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে কি কি সম্পদ দরকার তা নিরূপণে সহায়তা করা।
- কর্মধারা ঠিক করা: প্রয়োজনীয়তা ও সম্পর্কিত জাতীয় বিধি-বিধানের আলোকে কর্মধারা বা কাযপদ্ধতি নির্ধারণ করা।
- বোধগম্যতা নিশ্চিত করা: প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল পক্ষের পরিষ্কার ধারণা থাকা যে শ্রমিক-সম্পর্কিত কোন কোনো বিষয়গু-লা আসলে দরকার।

১.৫ পার্টনার-এর অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সম্পর্ক

এই প্রকল্পে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলোর সাথে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সম্পর্ক রয়েছে–

পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিকল্পনা যা প্রোগ্রামে থাকাকালীন কর্মীদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে সাহায্য করে।

বাসস্থান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যা শ্রমিকদের আবাসন সুবিধার সাথে জড়িত।

জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা যা জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা শ্রমিক ব্যবস্থাপনাসহ প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপে জরুরি অবস্থার সমস্যাগুলোর সমাধান করে।

১.৬ শ্রমিক এবং কাজের অবস্থা ব্যবস্থাপনায় পার্টনারের দৃষ্টিভঙ্গি

পার্টনার-এর বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ একটি সীমিত সময়ের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক ভালো শ্রমিক ও কর্মীদের নিয়োগ ও পরিচালন কাজের সাথে জড়িত রয়েছে। পরিকল্পিত কাজের সময় নিয়োজিত সকল লোকের জন্য ভাল শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ও কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্ব। অধিকাংশ শ্রমিক ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদারের অধীনে কাজ করেন। তবুও, পার্টনারের নীতিগুলো শ্রমিক এবং কাজের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত সকল পক্ষকে প্রয়োগ করতে হবে। বাসস্থানের দায়িত্ব হবে ঠিকাদার(দের), যিনি বা যাঁরা তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তা তৈরি করবেন, তবুও তাঁকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন এবং নিয়ম মেনে এবং বর্তমান শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে তা করতে হবে।

পার্টনার-এর এলএমপি ঠিকাদারদের জন্য একটি শ্রমিক ব্যবস্থাপনার টুল বা নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে যেখানে তাঁদের চুক্তিতে নিম্নলিখিত আচরণগুলো করার শর্ত থাকবে-

সকল কর্মচারি এবং তাদের ঠিকাদারদের কর্মচারিদের জন্য শ্রমিক এবং কাজের শর্তাবলীকে সম্মান করুন।

নির্মাণস্থল বা সাইটে ও তার সামনের সামাজিক এবং পরিবেশগত অবস্থাকে সম্মান করুন।

স্বাস্থ্য, নিরাপদতা এবং নিরাপত্তার জন্য কর্মীদের পরিবেশ এবং নিয়ম প্রচার করুন।

স্থানীয় বসতিতে শ্রমিকদের ইতিবাচক আচরণ কারা প্রচার করুন; এবং

প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে সাহায্য করুন।

১.৭ এলএমপি-এর বিধানসমূহ

এই পরিকল্পনার বিধানসমূহ বিশেষভাবে এ দেশের জাতীয় আইন এবং আন্তর্জাতিক ভালো চর্চার সাথে সম্পর্কিত, তবে সীমাবদ্ধ নয়, নিম্নলিখিত বিধানগুলোর মাধ্যমে জাতীয় বিধি-বিধানের আলোকে সব শ্রমিকদের সকল অধিকার নিশ্চিতের প্রয়াস করা হয়েছে

- ঠিকাদার এবং/অথবা সাব-কন্ট্রাক্টরের অন্তর্গত সব কর্মীকে আইনত নিবন্ধিত হতে হবে। প্রত্যেক ঠিকাদারকে তাদের সমস্ত শ্রমিকদের জন্য একটি নিবন্ধন রেজিস্টার/খাতা তৈরি করা উচিত। এই রেজিস্টারে তথ্য থাকা উচিত যেমন: নাম, বয়স, লিঙ্গ, কাজের ঘন্টা, মজুরি, পেমেন্ট (ওভারটাইম পেমেন্টসহ) করা, এবং তাদের মজুরি থেকে করা কোন কর্তন (পরিশিষ্ট ১)। রেজিস্টার-টি শ্রমিকদের নিবন্ধন সংক্রান্ত জাতীয় তথ্য চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। [বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বিধি ৯(১)]
- প্রোগ্রাম বা কর্মসূচিতে নিয়োজিত সকল কর্মীদের জন্য একটি সুসংহত এবং সমন্বিত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা।

- কর্মীদের একটি বাসস্থান পরিকল্পনা তৈরি করা যে পরিকল্পনায় প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম পরিমাণ থাকার জায়গা, পাখা, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করা উচিত।
- স্যানিটারি, লন্ড্রি এবং রান্নার সুবিধা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- কর্মস্থলের কাছে থাকা বা আবাসনের সাইট থাকা বাঞ্ছনীয়।
- স্বাস্থ্য, অগ্নি নিরাপত্তা বা অন্যান্য বিপত্তি বা ঝামেলা এবং স্থানীয় সুবিধার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
- প্রাথমিক চিকিৎসা ও চিকিৎসা সুবিধার ব্যবস্থা থাকা দরকার।
- মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য আলাদা কক্ষসহ আলাদা লেবার শেড বা ডে-কেয়ার সুবিধার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

২.০ নীতি এবং আইনি কাঠামো

২.১ জাতীয় আইন

২.১.১ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫:

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ বাংলাদেশে শ্রমিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে। এই আইনগুলোর মধ্যে শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, যেমন–

কাজের সময়: দৈনিক কাজের সময় হবে আট ঘন্টা এবং সাপ্তাহিক কাজের সময় ৪৮ ঘন্টা। ওভারটাইম ঘন্টা অনুমোদিত, প্রতিদিন ১০ ঘন্টা এবং প্রতি সপ্তাহে ৬০ ঘন্টা পর্যন্ত। [বিধি ১০০ ও ১০২(১)।

মজুরি প্রদান: ঠিকাদারকে শ্রমিকদের প্রকৃত চুক্তিকৃত মজুরি দিতে হবে। সাপ্তাহিক মজুরি পরিশোধের শেষ দিনের পরে সপ্তম দিনের শেষে পরিশোধ করতে হবে। মহিলা শ্রমিকরা একই বেতন বা মজুরি প্রাপ্য হবেন।

শিশুশ্রম: ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রকল্পে কাজ করার অনুমতি নেই। তবে ১৪ বছরের বেশি বয়সী শিশুরা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে কাজ করতে পারে যদি তাদের ফিটনেস সার্টিফিকেশন এবং সরকারী অনুমতি থাকে।

মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব সুবিধা: শ্রমিকরা আইনগতভাবে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য: এই আইনে নিয়োগকর্তাদের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তার মান বজায় রাখতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম: প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সকল কর্ম সময়ে যাতে সহজে পাওয়া যায় এমনভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসমৃদ্ধ বাক্স অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত সরঞ্জাম সমৃদ্ধ আলমিরার ব্যবস্থা করতে হবে। [বিধি ৭৬(১), ৮৯(৩) ও (৪), শ্রম বিধিমালা ২০১৫]

ট্রেড ইউনিয়ন: আইনে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। [বিধি ১৭৬(খ)]

ক্ষতিপূরণ: এই আইনে কাজের সময় শ্রমিকদের জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান রয়েছে।

সার্ভিস সার্টিফিকেট: শ্রমিকরা তাদের নিয়োগকর্তার কাছ থেকে পরিষেবা সমাপ্তির পরে একটি পরিষেবা প্রশংসাপত্র পাওয়ার অধিকারী হবেন।

ছুটি প্রাপ্তি: আইনটি শ্রমিকদের ন্যায্য ছুটি প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করে। প্রতি সপ্তাহে কারখানা ও শিল্পের ক্ষেত্রে ১ দিন ও দোকান ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেড় দিন ছুটি প্রাপ্য হবেন [বিধি ১০৩ (ক)]

বিশ্রাম ও আহারের জন্য বিরতি: দৈনিক বিশ্রাম ও আহারের জন্য ১ ঘন্টা বিরতি প্রদান করা যায়। [বিধি ১০১ (ক)]

কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীর অধিকার: আইনটি নিয়মিত ছুটি এবং সুবিধা নিশ্চিত করা এবং নিয়োগকর্তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার যথাযথ কারণ প্রদানে সাহায্য করে। যে কোনো শ্রমিক অধিকার বঞ্চিত হলে শ্রম আদালতে প্রতিকারের জন্য বিচার চাইতে পারেন, সেক্ষেত্রে তাঁকে শ্রম আদালতের সিদ্ধান্ত বা রায় মেনে চলতে হবে।

শাস্তিমূলক পদক্ষেপের পদ্ধতি: শ্রমিক বা কর্মীবাহিনীর শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, অংশগ্রহণমূলক কমিটিগুলোকে অসদাচরণের অভিযোগের সম্মুখীন কর্মচারীদের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভূক্ত করার সম্মতি দেয়, যদি কর্মচারী তদন্তের জন্য বরাদ্দ সময়ের মধ্যে তা করতে না পারেন, তখন ৬০ দিনের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে। বিএলএ ২০০৬ এবং বিএলআর ২০১৫ ৬০ দিনের মধ্যে শৃঙ্খলামূলক তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে।

কর্মচারীদের জন্য মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকালীন ছুটি: বিধি যা কর্মক্ষেত্রকে বিশেষভাবে মহিলা কর্মীদের জন্য আরও ভাল কাজ করার নিশ্চয়তা দেয়, অর্থাৎ ১৬ নম্বর বিধি, যা মাতৃত্বকালীন সুবিধা নির্ধারণ করে এবং ২৬ দ্বারা বিভক্ত মজুরির হার হিসাব করে, যা তাদের সুবিধা বৃদ্ধি করে।

নারী শ্রমিক বা কর্মচারীদের প্রতি আপত্তিকর আচরণ: এই আইনে আরেকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনী হল কর্মক্ষেত্রে নারী

৩.০ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএম)

৩.১ জিআরএম-এর উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত অভিযোগের সমাধান করা।

উদ্দেশ্য: অভিযোগের সময়মত এবং ন্যায্য সমাধান নিশ্চিত করা।

৩.২ অভিযোগ দায়ের

অভিযোগ দায়েরের পদ্ধতি:

* হটলাইন: ০০০০০০০-অভিযোগ
* ইমেইল: grievances@moa.gov
* ব্যক্তিগতভাবে: প্রকল্প সাইট অফিসে।

৩.৩ জমা ফর্ম টেমপ্লেট

* অভিযোগকারীর নাম:
* যোগাযোগের তথ্য:
* অভিযোগের বর্ণনা:
* ঘটনার তারিখ:

৩.৪ অভিযোগ হ্যান্ডলিং পদ্ধতি

* প্রাপ্তির স্বীকৃতি: জমা দেওয়ার ৫ দিনের মধ্যে।
* মূল্যায়ন এবং শ্রেণীকরণ: অভিযোগের তীব্রতা এবং বৈধতা নির্ধারণ করুন।
* তদন্ত এবং সমাধান: তদন্ত করুন এবং একটি রেজোলিউশন প্রস্তাব করুন।

৩.৫ ডকুমেন্টেশন

* অভিযোগের লগ: সমস্ত প্রাপ্ত অভিযোগ এবং তাদের অবস্থা রেকর্ড করুন।
* রেজোলিউশন রেকর্ডস: নথির ফলাফল এবং গৃহীত কোনো পদক্ষেপ।

৩.৬ রেসপন্স টাইমলাইন

* স্ট্যান্ডার্ড রেসপন্স টাইম: ৭ দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, ৩০ দিনের মধ্যে রেজোলিউশন।
* বর্ধিতকরণ পদ্ধতি: যদি অমীমাংসিত হয়, তাহলে উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে যান।

৩.৭ অভিযোগ প্রতিকারের প্রক্রিয়া (জিআরপি)

স্টেকহোল্ডাররা মনোনীত চ্যানেলের মাধ্যমে অভিযোগ জমা দেন, প্রাসঙ্গিক বিবরণ এবং সমর্থনকারী প্রমাণ প্রদান করেন। অভিযোগ সমাধান বা প্রতিকারের প্রক্রিয়া একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি অনুসরণ করে:

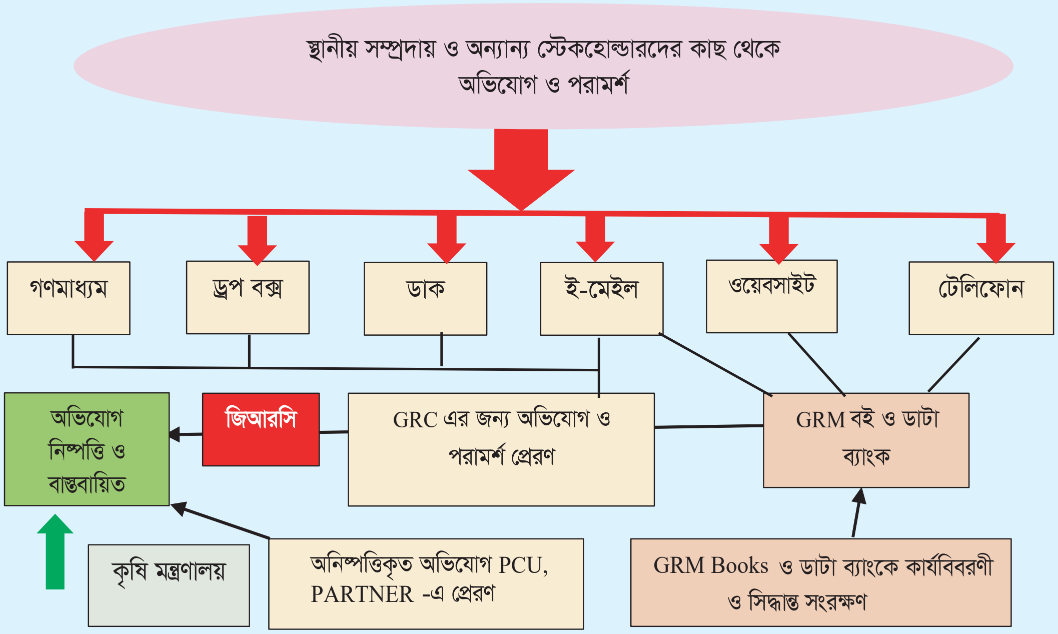

- অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকার করে এবং এর বৈধতা এবং গুরুত্ব মূল্যায়ন করার জন্য তার প্রাথমিক পর্যালোচনা করে।
- অভিযোগটি বৈধ বলে প্রমাণিত হলে, জিআরসি একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে, প্রাসঙ্গিক অংশীজন বা স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে এবং অভিযোগের সমাধান করার জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে।
- জিআরসি প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের কাছে তার ফলাফল এবং প্রস্তাবিত সমাধান সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারকে জানায় এবং তাদের প্রতিক্রিয়া এবং ইনপুট চায়।
- উপযুক্ত সমাধান বা প্রতিকারে সম্মত হলে, জিআরসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে এবং তাদের কার্যকারিতা নিরীক্ষণ করে। জিআরসি প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগ, গৃহীত পদক্ষেপ এবং অর্জিত ফলাফলের রেকর্ড রাখে, অভিযোগের সমাধান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

৩.৮ শ্রমিক অভিযোগের পদ্ধতি

শ্রমিক অভিযোগ প্রক্রিয়া হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা কর্মীদের তাদের নিয়োগকর্তার সাথে অভিযোগ বা সমস্যা উত্থাপন করতে দেয়। পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে

মধ্যস্থতা: একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি উভয় পক্ষের সাথে একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য কাজ করে।

তদন্ত: নিয়োগকর্তা কর্মচারি এবং জড়িত অন্যদের সাক্ষাৎকার নিতে পারেন এবং প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন।

পর্যালোচনা: পরবর্তী স্তরের সুপারভাইজার অভিযোগ পর্যালোচনা করতে পারেন।

সালিশ: সমস্যা সমাধানের জন্য একজন বাইরের সালিসকে ডাকা হতে পারে।

উদাহরণ: কেউ যদি অভিযোগ করে যে তার ক্ষেত্রে বেতনের বৈষম্য করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তার অভিযোগ আমলে নিয়ে বেতন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমতা বিধান নিশ্চিত করবেন।

৩.৯ স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ

স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্তকরণ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যার মধ্যে রয়েছে শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন, স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ ও সহযোগিতা করার প্রক্রিয়া। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে এবং তাদের মতামত চাওয়ার মাধ্যমে, এলএমপি নিশ্চিত করে যে শ্রমিক ব্যবস্থাপনার চর্চাগুলো প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত ব্যক্তিদের যেন চাহিদা ও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাড়াদান করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রণীত পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ESMS)-এর পরিবেশ ও সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড ৫.১০-এ বর্ণিত এলএমপি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, পার্টনার শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ সমুন্নত রাখতে এবং ন্যায্য ও নৈতিক শ্রমিক অনুশীলনের প্রয়াস

করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সক্রিয় পন্থা শুধুমাত্র একটি নিরাপদ এবং অনুকূল কাজের পরিবেশই গড়ে তোলে না, উপরন্তু প্রকল্পের সামাজিক স্থায়িত্ব এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতেও অবদান রাখে।

৪.০ মনিটরিং এবং রিপোর্টিং

এলএমপি-তে শ্রমিক ব্যবস্থাপনার মানদণ্ড বা স্ট্যান্ডার্ড এবং কর্মক্ষমতা বা পারফর্ম্যান্স সূচকসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিধান রয়েছে। নিয়মিত পরিদর্শন, অডিট এবং কর্মীদের প্রতিক্রিয়ার কথা বা ফিডব্যাক তথ্যের মাধ্যমে এলএমপি বাস্তবায়নের মূল্যায়ন করতে এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়ন বা সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

৪.১ প্রক্রিয়া: এই প্রক্রিয়া বলতে বুঝায় শ্রমিকদের অবস্থা এবং অনুশীলনের উপর মনিটরিং ও রিপোর্টিং। সরাসরি নিয়োগ করা (নিয়মিত শ্রমিকসহ) এবং চুক্তিভিত্তিক অনিয়মিত শ্রমিক উভয়ের জন্যই এলএমপি-এর মনিটরিং করা প্রয়োজন। আবাসিক প্রকৌশলী বা সাইট অফিসার APCU-PARTNER মনিটরিং কর্মীদের সাথে একসাথে ডেস্কটপ এবং ফিল্ড-ভিত্তিক উভয় পরিদর্শন কার্যক্রম যেন গ্রহণ কতে পারেন তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করা হবে–

- ব্যবস্থাপনা এবং নিরসন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং কার্যকারিতা নথিভুক্ত করুন।
- পূর্বাভাসকৃত প্রভাবগুলোর সাথে প্রকৃত প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করুন; এবং
- প্রযোজ্য আইনি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করুন।

৪.২ প্রয়োজনীয়তা: এই এলএমপি-তে বর্ণিত প্রশমন (মিটিগেশন) এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতার কর্মক্ষমতা বা পারফরম্যান্স পরিমাপ এবং ট্র্যাক করার জন্য পারফরম্যান্স সূচকগুলো ব্যবহার করা দরকার। শ্রমিক পরিবীক্ষণ ও রিপোর্টিং টেমপ্লেট দেখুন (পরিশিষ্ট ২)।

উদাহরণ: সূচকগুলো পূর্বাভাস দেয় যে ঝুঁকি বৃদ্ধি রোধ করতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে- যেমন শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ, উদাহরণস্বরূপ, ক্যাম্প/ সাইটের খাবারের গুণমান খারাপ।

৪.৩ রিপোর্টিং

বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের ES-ফোকাল পারসনবৃন্দ বিভিন্ন নির্মাণস্থল থেকে মাসিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে তা সংকলিত করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে PCU বরাবর পাঠাবেন।

উদাহরণ: শ্রম নীতির সাথে সামঞ্জস্য ট্র্যাক করুন এবং শ্রমের অবস্থা এবং চর্চার প্রতিবেদন তৈরি করুন।

পরিশিষ্ট ১: শ্রমিক রেজিস্টার ছক (মাসিক প্রতিবেদনের জন্য)

ক্রমিক নং	শ্রমিকের নাম ও ঠিকানা	বয়স	লিঙ্গ	কর্মঘন্টা	মজুরী (ওভারটাইম সহ)	কর্তন (মজুরি থেকে)

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৫

PARTNER

ফরম- ৮

[ধারা ৯(১)(২) এবং বিধি ২৩(১) দ্রষ্টব্য]

শ্রমিক রেজিস্টার

প্রতিষ্ঠানের নাম --

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা/ কাজের সাইট --

শ্রমিকের শ্রেণিবিভাগ ---

ক্রমিক নং	শ্রমিকের নাম ও এনআইডি	পিতার নাম	মাতার নাম	লিঙ্গ, জন্মতারিখ ও বয়স	স্থায়ী ঠিকানা	নিয়োগের তারিখ	পদবি ও গ্রেড	কার্ড নং	পাওনা ছুটি	কর্ম সময়	বিরতির সময়	সাপ্তাহিক ছুটির দিন	গ্রুপের নাম	পালা ও রিলে	গ্রুপ বদলির বিবরণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	

পরিশিষ্ট ৩. শ্রমিক ও কাজের পরিবেশের দক্ষতা বা পারফরম্যান্স সূচক

দক্ষতা বা পারফরম্যান্স সূচক	**পরিমাপক**	**লক্ষ্য/ ভিত্তি**	রিপোর্টিং সময়
পে স্লিপ	প্রকার ও সংখ্যা	৩০ দিন বা তার কাছাকাছি সময়ে পরিশোধিত	মাসিক
খাবার ও আবাসন	প্রকার ও সংখ্যা	মানের অবনতি বা কমার প্রবণতা	মাসিক
পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা	প্রকার ও সংখ্যা	মানের অবনতি বা কমার প্রবণতা	মাসিক
কর্ম ঘন্টা ক্ষয়	ঘন্টা	শূণ্য	মাসিক
অভিযোগ দায়ের	প্রকার ও সংখ্যা	৩০ দিন বা তার কাছাকাছি সময়ে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি	মাসিক
শৃঙ্খলা সংক্রান্ত	প্রকার ও সংখ্যা	শৃঙ্খলা ভঙ্গের অবনতি	মাসিক

জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা
(Gender Inclusion Plan)

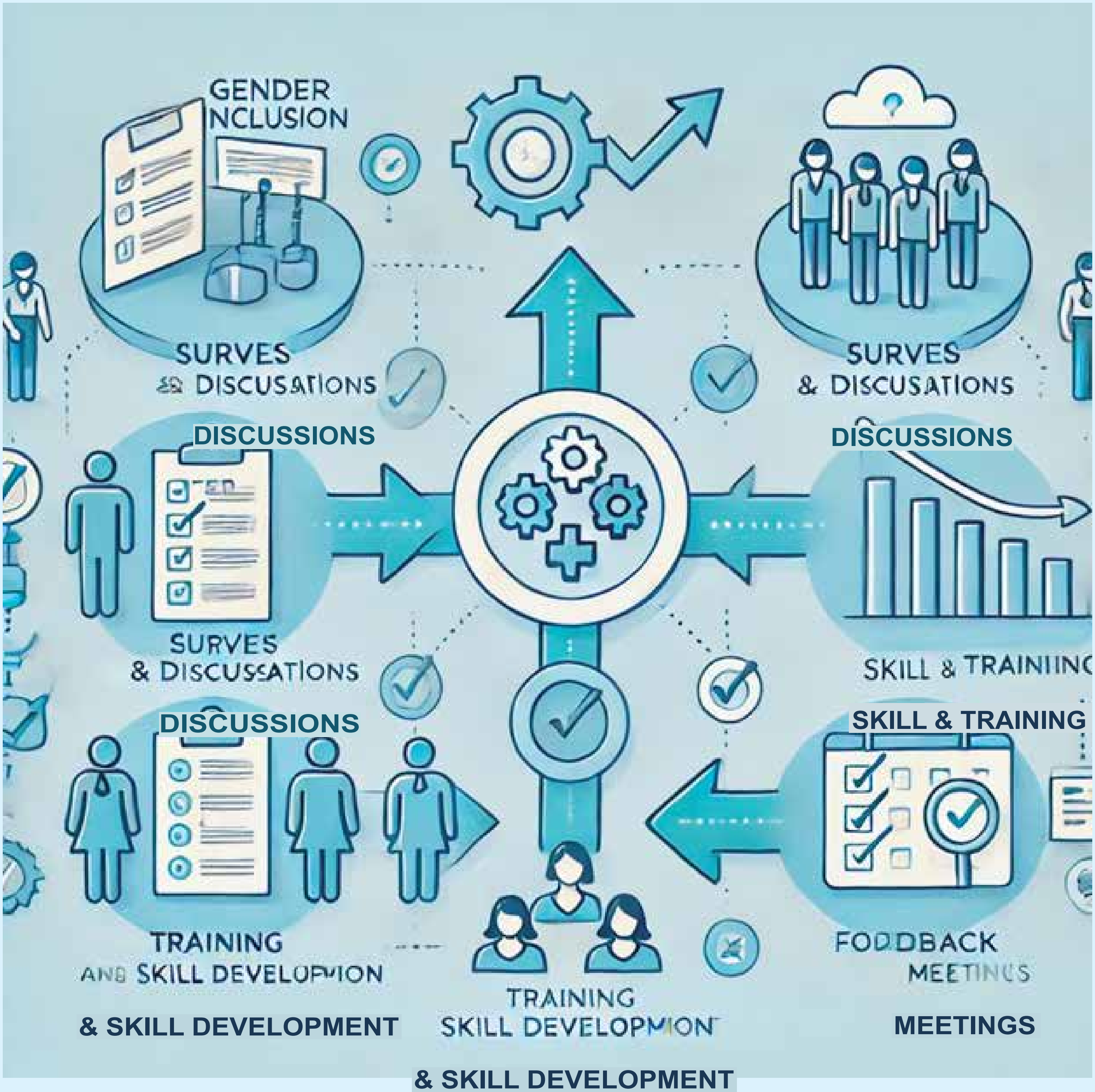

PARTNER

নারী, পুরুষ, তরুণ, যুবক সবাইকে সমান সুযোগ দিন

PARTNER

আমাদের করণীয়

সহজ গাইড তৈরি ও বিতরণ :

* কৃষিকাজে অংশগ্রহণ সহজতর করতে চিত্রসহ সহজ ও ব্যবহারবান্ধব গাইড তৈরি করা হবে

* এই গাইড এমনভাবে নকশা করা হবে যাতে স্বল্পশিক্ষিত নারী, তরুণ এবং পুরুষ উভয়েই এটি বুঝবে এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

নারী কৃষকদের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রোগ্রাম চালু :

* নারী কৃষদের জন্য বিশেষ ঋণ প্রোগ্রাম চালু করা হবে সেখানে মাত্র ১% সুদে ঋণ দেয়া হবে।

* এই প্রোগ্রাম তাদের আর্থিকভাবে সাবলম্বি হতে সহায়তা করবে এবং কৃষিক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা বাড়াবে।

অভিজ্ঞ কৃষকদের সাথে মেন্টরশিপের ব্যবস্থা :

* প্রত্যেক ১০ জন নারী কৃষকদের জন্য একজন অভিজ্ঞ নারী/পুরুষ কৃষক মেন্টর নিযুক্ত করা হবে।

* মেন্টররা তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং জ্ঞান শেয়ার করবেন, যা নতুন কৃষকদের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল :

নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কৃষিখাতে সমান সুযোগ তৈরি হবে। নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে আরও দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। অভিজ্ঞতার বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন কৃষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যা কৃষি খাতে সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা

লক্ষ্য : নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে একটি নিরাপদ, সম্মানজনক এবং সহানুভূতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার (জিবিভি) কোন স্থান নেই এবং নারীরা স্বাধীনভাবে তাদের অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন হতে পারে।

আমাদের করণীয় :

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (GBV) সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম চালু করা

* প্রতি মাসে গ্রামে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ঘরোয়া মিটিং আয়োজন করা হবে।

* এসব মিটিং এ স্থানীয় নারীদের তাদের অধিকার সুরক্ষা এবং সহিংসতার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

নারীদের জন্য নিরাপদ স্থান ও গোপনে অভিযোগ করার সুযোগ তৈরি করা :

* প্রতিটি প্রশিক্ষণ স্থানে একাধিক গোপন অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হবে।

* নারীরা যাতে তাদের অভিযোগ গোপনে জমা দিতে পারেন এবং নিরাপত্তা ও মানসিক স্বস্তি পেতে পারেন তা নিশ্চিত করা হবে।

* এসব প্রশিক্ষণ জেন্ডার সমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সমাজে জিবিভি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল :

একটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যা নারীদের প্রতি সম্মান এবং সুরক্ষা সংস্কৃতি গড়ে তুলবে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা কমাবে এবং নারীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে।

স্থানীয় সমাজে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি সাধিত হবে।

৪. নেতৃত্বের সুযোগ তৈরি করা

লক্ষ্য : নূন্যতম ৩০% নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করা।

আমাদের করণীয় :

নেতৃত্বের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম চালু :

নারীদের জন্য ১ মাস ব্যাপী নেতৃত্বের বুট ক্যাম্প চালু করা হবে। এই ক্যাম্প তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশে সহায়ক হবে এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে তাদের অনুপ্রাণিত করবে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কৌশল শেখানো হবে।

নারীদের নেতৃত্বে আসার জন্য উৎসাহিত করা

স্থানীয় নেতৃত্বে সফল নারীদের সাফল্যের গল্প সংগ্রহ ও প্রচার করা হবে। এই গল্পগুলো অন্যান্য নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে এবং নেতৃত্বে আসতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। গল্পগুলো প্রচারের জন্য স্থানীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক মিডিয়া এবং কমিউনিটি মিটিং ব্যবহার করা হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

নেতৃত্বের অবস্থানে নারীদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পাবে। নারীদের আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যা নেতৃত্ব গ্রহণে সহায়ক হবে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা আরো দৃঢ় হবে।

আমাদের পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে

১. বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ

ডেটা ও তথ্য সংগ্রহ : একটি গ্রামে জরিপ চালিয়ে জানা যাবে নারীরা কেন কৃষি কাজে অংশ নিতে পারবেন না।
জরিপ ও আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ : গ্রামীণ কৃষকদের সাথে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ সময়সূচি ঠিক করা হবে।

২. দক্ষতা বৃদ্ধি করা

জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ : প্রশিক্ষণের সময় নারী কৃষকদের সম্মানের সাথে কথা বলার কৌশল শেখানো হবে।
সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও যোগাযোগ দক্ষতা প্রশিক্ষণ : নারীদের জন্য বিনামূল্যে মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার শেখানো হবে।

৩. অগ্রগতি পরিমাপ করা

নিয়মিতভাবে নারীদের অংশগ্রহণের হার পর্যালোচনা করব; প্রতি তিনমাসে পর্যালোচনা করা হবে কতজন নারী প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে।
অভিযোগ ও পরামর্শের ভিত্তিতে পরিকল্পনা উন্নত করব : নারীদের দেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন প্রশিক্ষেণের সময়সূচি পরিবর্তন করা হবে।

৪. সহজউপায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

স্কোর কার্ড : কার্যক্রম কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক তা মাপার জন্য। প্রতি প্রশিক্ষণ শেষে নারীদের অংশ গ্রহণের হার পর্যালোচনা করা হবে।
ফিডব্যাক বক্স : সবাই যেন গোপনে মতামত দিতে পারে। উদাহরণ : প্রশিক্ষণের স্থানে ফিডব্যাক বাক্স স্থাপন করা হবে।
সাপ্তাহিক সভা বা মিটিং : দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে। উদাহরণ : প্রতিটি গ্রামে সাপ্তাহিক সভা করে সমস্যা সমাধান করা হবে।

উপসংহার

পার্টনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে জেন্ডার অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়ঃ এটি সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভিন্ন সাংস্কৃতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আমাদের প্রোগ্রামের প্রধান লক্ষ্য হলো একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূর হয়। এই লক্ষ্য অর্জনে আমরা নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের প্রোগ্রাম এমনভাবে ডিজাইন বা নকশা করা হয়েছে যাতে সকল স্তরে নারীদের সমান অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, নারীদের ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল সমাজ গঠনের জন্যও অপরিহার্য। পার্টনার প্রোগ্রামের আওতায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, একটি সহানুভুতিশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করব যেখানে নারীরা তাদের পূর্ণ সম্ভবনা বিকশিত করতে সক্ষম হবেন।

নারীদের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার লক্ষ্যও আমরা গ্রহণ করেছি।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ পরিকল্পনা

Gender –Based Violence Prevention Plan (GBVP)

THE WORLD BANK

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন,
এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

PARTNER

ভূমিকা

পার্টনার প্রোগ্রামের জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) কে কোনভাবেই মেনে নেয় না। এর প্রতিরোধ ও নিরসনে কার্যকর ও সমন্বিত পদ্ধতি বাস্তবায়নে পার্টনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রোগ্রাম কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি চিহ্নিত করা এবং ভুক্তভোগীদের জন্য একটি সহানুভূতিশীল সহায়ক কাঠামো তৈরি করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা একটি সমতাভিত্তিক এবং সহিংসতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

পার্টনার প্রোগ্রামটি বিভিন্ন ধাপে সংগঠিত, যেখানে ঝুঁকি মূল্যায়ন, সচেতনতা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, আচরণবিধি প্রণয়ন এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অংশীদারিত্ব, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা এই প্রোগ্রামের মূল ভিত্তি। আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল অংশীদার ও স্টেকহোল্ডারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উদ্যোগ সফল হবে।

আমাদের অঙ্গীকার : জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা/যৌন হেনস্থা/ যৌন শোষণের প্রতি শূন্য সহিষ্ণুতা

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও একটি পরিপ্রেক্ষিত

লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা বা Gender-Based Violence (GBV) বাংলাদেশের একটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক সমস্যা। এটি মূলতঃ জেন্ডার বৈষম্য, সামাজিক কুসংস্কার, এবং নারীদের প্রতি বৈরি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভুত। নারীর প্রতি সহিংসতার বা Violence Against Women (VAW) বহুমুখী রূপ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শারিরিক, যৌন, মানসিক, আর্থিক ও ডিজিটাল সহিংসতা। এই ধরনের সহিংসতা কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতি করে না, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং জাতীয় উন্নয়নেও বাধা সৃষ্টি করে।

নারীদের প্রতি সহিংসতার বিস্তার ও প্রকৃতি

২০১৫ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এবং UNFPA পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৭৩% বিবাহিত নারী কোন না কোনভাবে স্বামীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন। আরো উদ্বেগের বিষয় হলো ৫৫% নারী সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছেন এবং ৫০% নারী তাদের জীবদ্দশায় শারীরিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রতি বছর ১ কোটিরও বেশি নারী শারিরীক ও যৌন সহিংসতার শিকার হন।

সাইবার অপরাধ সহিংসতার নতুন রূপ

সাইবার অপরাধ নারীর প্রতি সহিংসতার নতুন রূপ হিসেবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ইউনিটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে যেখানে ৫৬৬টি মামলা দায়ের হয়েছিল. সেখানে ২০১৮ সালে তা বেড়ে ৮৪৫টি মামলায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে ৭০% ভুক্তভোগী ছিলেন নারী ও শিশু। সাইবার হয়রানির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় -

- ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও অপব্যবহার করে ব্লাকমেইল করা।
- ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে হেনস্তা করা।

বাল্যবিবাহ : সহিংসতার অন্যতম রূপ

বাল্যবিবাহ বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর একটি বড় সমস্যা। ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ছিল ৫৯% (UNFPA, 2019)। বাল্যবিবাহ প্রায়শই মেয়েদের

- যৌন, শারীরিক এবং মানসিক সহিংসতার ঝুঁকিতে ফেলে।
- শিক্ষাজীবন শেষ না হওয়ার আগেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য করে।
- অল্প বয়সে মাতৃত্বের চাপ সৃষ্টি করে, যা শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

জেন্ডার সমতা ও GBV প্রতিরোধে আইনী কাঠামো

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু আইন ও নীতি প্রণীত হয়েছে।

প্রধান নীতি ও আইন সমূহ

১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (NWDP). ২০১১

- নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিশেষ চাহিদা পূরণ

২. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬

- বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের অনুমতি প্রদান করে।

৩. মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ইউমেন (MSPVAW)

- স্বাস্থ্যসেবা, পুলিশ সহযোগিতা, ডিএনএ পরীক্ষা, আইনি সহায়তা এবং আশ্রয় সেবা প্রদান।

৪. উচ্চ আদালতের রায় ২০০৯

- কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নির্দেশিকা।

৫. আইসিটি আইন ২০০৬

- সাইবার অপরাধ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ

- যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০।
- গৃহস্থলীর সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০।

প্রকল্প এলাকার SEA/SH ঝুঁকি মূল্যায়ন

ঝুঁকি মূল্যায়ন : প্রকল্প এলাকার জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (SEA/SH) ঝুঁকি নিরূপণে স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও সামাজিক ব্যাপারগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে ঝুঁকির উৎস, সামাজিক আচরণ, ক্ষমতার ভারসম্যহীনতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং আইন প্রয়োগের দুর্বলতাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়েছে। ঝুঁকি মূল্যায়নের সময় স্থানীয় নেতৃত্ব, নারী সংগঠন ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

মূল চিহ্নিত ঝুঁকি

- কর্মস্থলে নিরাপত্তার অভাব এবং যৌন হয়রানির ঘটনা।
- নারীর প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক সহিংসতা
- বাল্যবিবাহ ও এর ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি
- সাইবার হয়রানি ও ডিজিটাল প্লাটফর্মে নিরাপত্তার অভাব।
- দুর্বল অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থা এবং সচেতনতার অভাব।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (GRM)

GRM কাঠামো ও কার্যক্রম : GBV, SEA এবং SH সম্পর্কিত অভিযোগগুলো একটি গোপনীয় চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। GRM ফোকাল ব্যক্তি ভুক্তভোগীকে নির্ধারিত সেবা প্রদানকারীর সাথে সংযুক্ত করবেন। GRM কার্যক্রমের মূলধাপগুলো **নিম্নরূপ**

১. অভিযোগ গ্রহণ ও শ্রেণিবিন্যাস

- GRM হটলাইন, কমিউনিটি লিডার বা নির্ধারিত "হেল্প সেন্টার" মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ।
- অভিযোগের প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাস ও গুরুত্ব নির্ধারণ।

২. গোপনীয়তার নিশ্চয়তা

- ভুক্তভোগীর পরিচয় সুরক্ষিত রাখা।
- শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারীর সাথে তথ্য শেয়ার করা।

৩. পরিচালনা ও সমাধান

- অভিযোগ পর্যালোচনা, তদন্ত এবং সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ।
- তদন্তের ফলাফল অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করা।

৪. ফলোআপ ও প্রতিক্রিয়া

- ভুক্তভোগীর অভিযোগ সমাধানের অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট প্রদান।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেবার কার্যকারিতা পর্যালোচনা।

৫. পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন

- GRM কার্যক্রমের কার্যকারিতা এবং অভিযোগ পরিচালনা অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ।
- অভিযোগের ডেটা বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত।

পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন

- পরিকল্পনার কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যালোচনা।
- এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে বার্ষিক মূল্যায়ন।
- স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সম্প্রদায়কে প্রতিবেদন শেয়ার।

উপসংহার

বাংলাদেশে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (GBV) একটি জটিল এবং বহুস্তরীয় সমস্যা, যা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণ থেকে উদ্ভূত। এই সমস্যা মোকাবেলায় একটি সমন্বিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য। ঝুঁকি মূল্যায়ন থেকে শুরু করে প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে অংশিদারিত্ব, দক্ষতা ও স্বচ্ছতার প্রয়োজন।

এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন আনা সম্ভব। GRM এর কার্যকর বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত পর্যালোচনা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও নিরসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রচেষ্টাগুলোর মাধ্যমে একটি নিরাপদ, সমতা ভিত্তিক এবং সহিংসতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

PARTNER

সংযুক্তি -১ আচরণবিধি : GBV/SEA/SHA ঝুঁকি প্রতিরোধ করা

ভূমিকা

পার্টনার একটি কাজের পরিবেশ তৈরি করতে নিবেদিত যা স্থানীয় পরিবেশ, সম্প্রদায় এবং এর কর্মীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাবগুলি কমিয়ে দেয়। আমরা দৃঢ়ভাবে এমন একটি পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে যৌন শোষণ ও অপব্যবহার (SEA) এবং যৌন হয়রানি (SH) সমস্ত কর্মচারি, সাবকন্ট্রাকটর, সববরাহকারী, সহযোগী বা কোম্পনীর প্রতিনিধিদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আচরণবিধির উদ্দেশ্য

যৌন শোষণ, অপব্যবহার এবং যৌন হয়রানির একটি সাধারণ বোঝাপড়া স্থাপন করুন। SEA এবং SH প্রতিরোধ, রিপোর্টিং এবং সাড়া দেয়ার জন্য একটি ভাগ করা প্রতিশ্রুতি গড়ে তুলুন। এটা পরিষ্কার করুন যে, এই আচরণবিধি লংঘন করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংজ্ঞা :

যৌন শোষণ ও অপব্যবহার (SEA): যৌন উদ্দেশ্যে দুর্বলতা, ক্ষমতা বা বিশ্বাসের অবস্থানের যে কোন প্রকৃত বা অপব্যবহারের চেষ্টা।

যৌন নিপীড়ন : একটি যৌন প্রকৃতির প্রকৃত বা হুমকিমূলক শারিরিক অনুপ্রবেশ, তা বল প্রয়োগ করে হোক বা অসব বা জবরদস্তিমূলক অবস্থার অধীনে হোক।

যৌন হয়রানি : অনাকাঙ্খিত যৌন অগ্রগতি, যৌন সুবিধার জন্য অনুরোধ বা যৌন প্রকৃতির অন্যান্য মৌখিক ও শারিরীক আচরণ।

SEA **এবং** SH **এর মধ্যে পার্থক্য :** SEA সুবিধাভোগী এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের সংগঠিত হয়, যখন যৌন হয়রানি একটি সংস্থা বা কোম্পানীর কর্মী/কর্মীকে জড়িত করে।

সম্মতি

সম্মতি অবাধে দেয়া উচিত, প্রত্যাহার করা ঠিক আছে এবং পরিস্থিতিরি জন্য নির্দিষ্ট। ১৮ বছরের কম বয়সী কারও দ্বারা সম্মতি দেয়া যাবে না এবং সন্তানের বয়স সম্পর্কিত ভুল বিশ্বাস কোনও প্রতিরক্ষা নয়।

এর মাধ্যমে কোন সম্মতি পাওয়া যায় না :

হুমকি, বল প্রয়োগ, জবরদস্তি, অপহরণ, প্রতারণা, কারসাজি বা ভুল বর্ণনার ব্যবহার। ব্যক্তি ইতিমধ্যে এনটাইটেল করার সুবিধা আটকে রাখার হুমকি ব্যবহার বা একটি সুবিধা প্রদানের জন্য একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

SEA **এবং** SH **এর উদাহরণ**

SEA **এর উদাহরণ :**

- যৌনতার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া।
- যৌনতার বিনিময়ে পরিবারের সাথে সংযোগ পরিষেবাগুলি।
- ধর্ষণ বা যৌন নিপিড়ন।
- যৌন সুবিধা সম্পাদিত না হলে উত্তরণ অস্বীকার করা।
- লিঙ্গের ওপর নির্ভর করে নিয়োগের সিদ্ধান্ত।
- অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে অনুপযুক্ত সম্পর্ক।

SH **এর উদাহরণ**

- উপস্থিতিতে অনুপযুক্ত মন্তব্য।
- ভিকটিম অভিযোগ।
- অবাঞ্চিত শারিরীক যোগাযোগ।
- যৌন সুবিধার জন্য অনুরোধ।

PARTNER

সংযুক্তি ০২ : GBV সেবা প্রদানকারী

হেল্প লাইন

* নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্য জাতীয় হেল্প লাইন : ১০৯২১
* আইনি সহায়তা হেল্প লাইন : ১৬৪৩০
* মেরি স্টোপস বাংলাদেশ : ০৮০০০২২২৩৩৩
* অ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (ASF) : +৮৮০১৭১৩০১০৪৬১
* বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) : +৮৮০১৭১৫-২২০ ২২০
* আইন ও সালিশ কেন্দ্র : (ASK) : +৮৮০১৭২৪৪১৫৬৭৭
* অধিকার যশোর : +৮৮০১৯৭৭১৮২০২৩

সাইকো-সামাজিক কাউন্সেলিং

* মেরি স্টোপস বাংলাদেশ : ০৮০০০২২২৩৩৩
* অ্যাসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (ASF) : +৮৮০১৭১৩০১০৪৬১
* মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রক : (COVID 19 মনো সামাজিক কাউন্সেলিং এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ)
* জাতীয় : ১২.০০-৩. ০০:+ ৮৮০১৭১৫২৯৭৯৪৪, ৩:০০-৬.০০: +৮৮০১৭২৭২০৯০৭০ ৬.০০-৯.০০:+৮৮০১৯১৪৩১৭৮৫৬

তাৎক্ষণিক উদ্ধার তথ্য :

* ওসিসি (মেডিক্যাল) : ১০৯
* ওসিসি (বিচারিক)

ক. ফরিদপুর : +৮৮০১৭১১২৪৮০৮৫
খ. সিলেট : +৮৮০১৭১৬১২৮৩৭০
গ. বরিশাল : +৮৮০১৭১৫৬৩৫৮৬৬
ঘ. রাজশাহী : +৮৮০১৭১৮৬২০৩১০
ঙ. চট্টগ্রাম : +৮৮০১৮১৯৯৪১১০৬
চ. বাগেরহাট : +৮৮০১৯১১১০০১৭৭

আশ্রয় :

* জুডিসিয়াল ওসিসি

ক. ফরিদপুর : +৮৮০১৭১১২৪৮০৮৫
খ. সিলেট : +৮৮০১৭১৬১২৮৩৭০
গ. বরিশাল : +৮৮০১৭১৫৬৩৫৮৬৬
ঘ. রাজশাহী : +৮৮০১৭১৮৬২০৩১০
ঙ. চট্টগ্রাম : +৮৮০১৮১৯৯৪১১০৬
চ. বাগেরহাট : +৮৮০১৯১১১০০১৭৭

ঢাকা আহসানিয়া মিশন (পরিবহনসহ আশ্রয়) : (৮৮০-২) ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০;

জরুরী প্রয়োজনে ডায়াল করুন

সবগুলো নম্বর টোল ফ্রি

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে
১০৯

সরকারি তথ্য ও সেবা
৩৩৩

জরুরী সেবা
৯৯৯

দুদক
১০৬

দূর্যোগের আগাম বার্তা
১০৯০

শিশুর সহায়তায় ফোন
১০৯৮

সরকারি আইনি সহায়তা- **১৬৪৩০**

প্রচারেঃ উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লবণাক্ততা মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জি সি এ)

কোন ধরনের সেবা পেতে কোন নম্বরে যোগাযোগ করবেন?
(অপ্রয়োজনে কল করা থেকে বিরত থাকুন)

- ১০৯ - নারী নির্যাতন বা বাল্যবিবাহ হতে দেখলেই বিনামূল্যে কল করুন এই নাম্বারে।
- ৩৩৩- জাতীয় তথ্য বাতায়ন কল সেন্টার; বাংলাদেশের যে কোন তথ্য জানতে ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে বিনামূল্যে কল করুন।
- ৯৯৯- বাংলাদেশের জরুরী কল সেন্টার; এখানে বিনামূল্যে ফোন করে আপনি জরুরী মুহূর্তে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও এ্যাম্বুলেন্স সাহায্য নিতে পারবেন। এছাড়া যে কোন অপরাধের তথ্যও পুলিশকে জানাতে পারবেন।
- ১০৬- দুর্নীতি দমন কমিশনের কল সেন্টার; যে কেনা দুর্নীতি চোখে পড়লে বিনামূল্যে কল করে জানিয়ে দিন।
- ১০৯০- দুর্যোগের আগাম বার্তা; দুর্যোগে প্রারম্ভিক সতর্কতা সম্পর্কিত তথ্য জানতে বিনামূল্যে কল করুন।
- ১০৯৮- শিশু সহায়তামূলক কল সেন্টার; চারপাশে শিশুদের যে কোন সমস্যা হলে বিনামূল্যে কল করে সেবা নিতে পারেন এই নাম্বার থেকে।
- ১৬৪৩০- সরকারি আইনি সহায়তা কল সেন্টার; আইনগত যে কোন পরামর্শ বা সাহায্য পেতে বিনামূল্যে কল করুন।
- ১৬১২৩- কৃষি কল সেন্টার; কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ বিষয়ক যে কোন পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে বিনামূল্যে কল করুন।
- ১৬৭৬৭- সুখি পরিবার কল সেন্টার; পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু ও কিশোর কিশোরীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য জানতে কল করুন। (চার্জ প্রযোজ্য)
- ১৬২৬৩- বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য কল সেন্টার; যে কোন সমস্যা ২৪ ঘন্টা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিন। (চার্জ প্রযোজ্য)
- ১০৫- জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্য কল সেন্টার; এ নম্বরে কল করে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর সংগ্রহ, জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ ও হালনাগাদ, হারানো জাতীয় পরিচয় পত্রের জন্য আবেদন এবং নতুন নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। (চার্জ প্রযোজ্য)

- ফোন নাম্বার ও ব্যাখ্যাসমূহ বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সংযুক্তি ৩ : SEA/SH অভিযোগের সমাধানের জন্য প্রকল্প অভিযোগ প্রক্রিয়া
(এই মডেলটি প্রকল্পের প্রয়োজন অনুসারে তৈরি করা হবে)

SEA/SH অভিযোগের জন্য প্রকল্পের অভিযোগ প্রক্রিয়া

অভিযোগ এন্ট্রি পয়েন্ট	অভিযোগ বাছাই	প্রসেসিং এবং SEA/SH কমিটি পর্যাপ্ত সহায়তা পরিষেবার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে।	অভিযোগ যাহাই, তদন্ত ও ব্যবস্থা
স্তর -৩		স্তর -২	স্তর -১
GVB ফোকাল থেকে প্রস্থান করা হচ্ছে।	অন্যান্য GVB প্রাসঙ্গিক পরিষেবা প্রদানকারী।	--------------------- রিপোর্টিং লাইন ⟶ অভিযোগ স্থানান্তর লাইন	

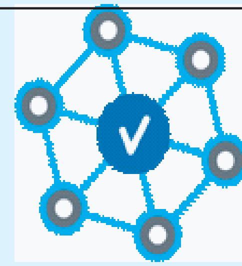

মনিটরিং এবং মূল্যায়ন স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধ রেজুলেশন এবং লেখার ফলাফল।

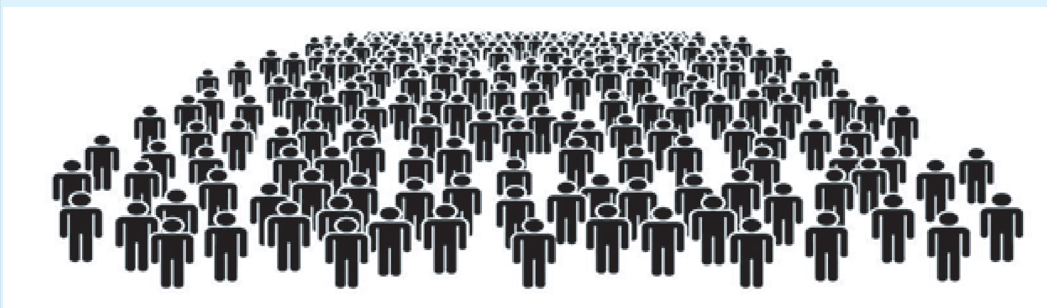

ধাপ	দায়িত্ব	টাস্ক বা কাজ
১.	স্তর-১ প্রকল্প সমন্বয়কারী বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান (৭) কৌশলগত অংশীদার (৮) লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ M & N বিশেষজ্ঞ	শুরু ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ : অভিযোগের প্রাথমিক ওভারভিজ পান। রিপোর্ট করার সিদ্ধান্ত : রিপোর্ট করা অভিযোগের সাথে SEA/SH অভিযোগ জড়িত কিনা তা নির্ধারণ করা সামগ্রিক সমন্বয় : প্রাথমিক মূল্যায়ন তদারকি করুন এবং যথাযথ সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করুন। নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ : অভিযোগের গুরুতরতা এবং সাম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিন। যোগাযোগ : স্টেকহোল্ডারদের সিদ্ধান্ত এবং কর্মের সাথে যোগাযোগ করুন।
২	স্তর-২ আঞ্চলিক/জেলা স্তর	প্রাথমিক মূল্যায়ন ও রেফারেল : একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন পরিচালনা করুন এবং অবিলম্বে সহায়তা পরিষেবাগুলো দেখুন। তদন্ত দল গঠন : একটি তদন্ত দল গঠন করুন ও পরিষেবা নিশ্চিত করুন। তদন্ত তদারকি : সাংগঠনিক নির্দেশিকার সাথে সারিবদ্ধতা নিশ্চিত করে তদন্ত প্রক্রিয়া তদারকি করুন। সিদ্ধান্ত ও কর্ম বাস্তবায়ন : তদন্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত ও কর্ম বাস্তবায়ন। আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে যোগাযোগ : অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে অঞ্চল/জেলার মধ্যে যোগাযোগ করুন।
৩	টায়ার ৩- ফিল্ড লেভেল জিএম ফোকাল	অভিযোগ এন্ট্রি ও স্থানীয় তদন্ত : নির্দেশিকার ওপর ভিত্তি করে সরেজমিনে তদন্ত পরিচালনা করুন। সহায়তা পরিষেবা ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ : অবিলম্বে পদক্ষেপ নিন এবং স্থানীয় স্তরে সহায়তা পরিষেবাগুলোর সাথে ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে সংযুক্ত করুন। ক্রমাগত ফলোআপ এবং সমর্থন : মাঠ পর্যায়ে চলমান সমর্থন এবং ফলো আপ প্রদান করুন। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন : স্থানীয়ভাবে অভিযোগ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন করুন।

	মাঠ পর্যায়ে যোগাযোগ : কর্ম, আপডেট এবং সমর্থন সম্পর্কিত ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ করুন। মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধ : ক্রমাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করুন এবং মাঠ পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন।
৪ এম অ্যান্ড ই বিশেষজ্ঞ	মনিটরিং ও মূল্যায়ন : ক্রমাগত উন্নতির জন্য সব স্তরে একটি অত্যধিক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন।
৫ সামগ্রিকভাবে	স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা : পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করুন।
৬ সামগ্রিকভাবে	সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধ : ক্রমাগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করুন এবং সমস্ত স্তরে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন।
৭ শেষ	রিজোলিউশন এবং শেখার ফলাফল : একটি পরিস্কার রেজোলিউশনের সাথে শেষ করুন এবং ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য শেখার ফলাফলগুলি চিহ্নিত করুন।

সংযুক্তি ৪ - SEA/SH অভিযোগের জন্য অপারেটিং পদ্ধতি এবং প্রতিক্রিয়া প্রোটোকল

অধ্যায়	বিস্তারিত	মূল কার্যক্রম
১. উদ্দেশ্য ও নীতিমালা	SEA/SH এর জন্য শূন্য সহনশীলতার প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনামূলক নীতিমালাম	স্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন। - SEA/SH নীতিমালা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের সচেতন করা।
২. অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি	SEA/SH ঘটনা রিপোর্ট করার পদ্ধতি, গোপনীয়তা নিশ্চিত ক[illegible]	রিপোর্টিং চ্যানেল [illegible]রণ (হট[illegible]ইন, ইমেইল, সামনাসামনি)। - অভি[illegible] গ্রহণে[illegible]ন্য [illegible]োকাল পার্সন নিয়োগ।
৩. প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা	অভিযোগ প্রাপ্তির পরপরই ব্য[illegible] গ্রহণ এবং অভিযোগকারীর সুরক্ষা[illegible] নিশ্চিত করা।	- অভি[illegible] দ্রুত [illegible]র [illegible] - অভি[illegible]গকারীর [illegible] তাৎ[illegible] সহায়তা প্রদান (চিকিৎসা, আইনি, মানসিক সহায়তা।
৪. তদন্ত প্রক্রিয়া	নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্ত পরিচালনার ধাপ।	- নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন। - সময়সূচি এবং প্রমাণ সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ।
৫. সংশোধন মূলক ব্যবস্থা	তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	- শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন। - অভিযোগকারীর জন্য সঠিক সমাধান প্রদান।
৬. পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন।	SEA/SH মামলার পর্যবেক্ষণ এবং সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা।	- নিরাপদে রেকর্ড সংরক্ষণ। - আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিবেদনের জন্য সময়মত ব্যবস্থা।
৭. গোপনী-য়তা ও সম্মান	সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের গোপনীয়তা রক্ষা এবং মর্যাদা নিশ্চিত করা।	- ডেটা সুরক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন। - ভুক্তভোগীর প্রতি দোষারোপ বা অপমান এড়ানো।
৮. প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা	SEA/SH প্রতিরোধ ও রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে কর্মী ও স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	- SEA/SH নিয়মিত প্রশিক্ষণ সেশন আয়োজন। - SEA/SH প্রতিরোধে শিক্ষামূলক উপকরণ বিতরণ।

PARTNER

সারণী-১: বালাই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিএমপি)-র কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (Activity)	বাস্তবায়নের সময় (Operational time)	দায়িত্ব (Responsibility)
১.	হালনাগাদকৃত বালাই সনাক্তকরণ এবং ব্যবস্থাপনা তথ্য পর্যালোচনা করা	প্রতিটি ফসলের মৌসুমের আগে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ
২.	বালাই ব্যবস্থাপনা জ্ঞান বা তথ্য ভাণ্ডার (knowledge bank) উন্নয়ন	সর্বদা	বাস্তবায়নকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ও আইসিটি কর্মকর্তা
৩.	বালাই ব্যবস্থাপনা অ্যাপ এবং সংকলনের (compendium) সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা	সর্বদা	বাস্তবায়নকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ
৪.	মাঠ জরিপ এবং বালাই (pests) ও বন্ধু জীবের (defenders) নমুনা সংগ্রহ	মাঠে ফসল থাকা অবস্থায়	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ
৫.	সভা, যোগাযোগ, লিফলেট, মাইকিং, পোস্টার, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে কীটপতঙ্গের আক্রমণ এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রচারণা, উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি	মাঠে থাকা ফসলে যখন বালাইয়ের আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কৃষক, মাঠ কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
৬.	বালাই সহনশীল এবং প্রতিরোধী জাতের ফসল চাষ করা	বীজ বপনের আগে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কৃষক, মাঠ কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
৭.	পোকামাকড় ও রোগমুক্ত বীজ/রোপণ দ্রব্য ব্যবহার পোকামুক্ত এবং রোগজীবাণুমুক্ত জৈব সার ব্যবহার অথবা জৈব	বীজ বপন বা চারা রোপণের সময়, ফসলের মৌসুমের শুরুতে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ
৮.	সারের শোধন করা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) সুপারিশকৃত	বপন বা রোপণের আগে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ
৯.	পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি/ পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা সঠিক পদ্ধতিতে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের পর শেষ	পুরো ফসলচক্র	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ
১০.	ব্যবস্থা হিসেবে রাসায়নিক বালাইনাশক শুধুমাত্র আক্রমণ/ সংক্রমণস্থলে প্রয়োগ করা	যখন বালাইয়ের আক্রমণ বেশি দেখা দেয় বা বেশি ছড়িয়ে পড়ে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কৃষক, মাঠ কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
১১.	কৃষক-শ্রমিকদের দ্বারা বাধ্যমূলকভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ব্যবহার করানো	খামার কার্যক্রম পরিচালনার সময়	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট মাঠ কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
১২.	জৈব-কীটনাশক এবং স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত জৈব বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেওয়া	পুরো ফসলের মৌসুমে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কৃষক, মাঠ কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
১৩.	বালাইয়ের আক্রমণের তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাদুর্ভাব বন্ধ করা	পুরো ফসলের মৌসুমে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কৃষক, মাঠ কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
১৪.	মাঠের স্যানিটেশন বা পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতির চর্চা করা এবং ফসলের অন্যান্য কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করা	পুরো ফসলের মৌসুমে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কৃষক, মাঠ কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
১৫.	সেক্স ফেরোমন এবং স্টিকি ফাঁদসহ অন্যান্য যান্ত্রিক পদ্ধতির বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা	পুরো ফসলের মৌসুমে	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কৃষক, মাঠ কর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ
১৬.	ফসলের অবশিষ্টাংশ না পুড়িয়ে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা	ফসল তোলা বা কাটার পর	কৃষক

PARTNER

পরিশিষ্ট ১: উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই কর্তৃক অনুমোদিত জৈব-বালাইনাশকের তালিকা

ক্রমিক নং	সাধারণ নাম	বাণিজ্যিক নাম	সুপারিশকৃত ফসল	যে বালইয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর	প্রয়োগ মাত্রা
০১	অ্যাবামেকটিন	বায়োম্যাক্স-এম ১.২% ইসি	ঢেরশ	জাবপোকা	১ মিলি/লি পানি
০২		এ্যাবামাক্স ৫ এমই	চা	লাল মাকড়/মাইট	১.০ লিটার
০৩		অ্যবাডা ১.৮ এমই	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	৪০০ মিলি
০৪		অ্যাবাকন ১.৮ এমই	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	১.২ মিলি/লি পানি
০৫		কিউ ফেরো	ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	১ এল
০৬	কিউলিউর	ব্যাকট্রো ডি	করলা	ফলের মাছি	৭০ টি ফাঁদ
০৭			আম	ফলের মাছি	৮০ টি ফাঁদ
০৮			পেয়ারা	ফলের মাছি	৮০ টি ফাঁদ
০৯	ফিজিওন	ভেগার্ড ৫% ইসি	মিষ্টি কুমড়া	পাউডারি মিলডিউ রোগ	০.৫ মিলি/লি পানি
১০	ফেরোমন লিউর	বিএসএফবি-ফেরো	বেগুন	ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকা	১০০ টি লিউর
১১		স্পোডো-লিউর	বাধাকপি	সাধারণ কাটুই পোকা	৪০ টি লিউর
১২		লিওম্যাক্স	বেগুন	ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকা	১০০ টি লিউর
১৩			করলা	ফলের মাছি	৭০ টি লিউর
১৪	বায়োসেম প্লাস ১% ইসি	বায়োম্যাক্স-এম ১.২% ইসি	বেগুন	-	-
১৫		ফাউটোম্যাক্স ৩% ইসি	দেশী শিম	জাব পোকা/ এফিডস	১ মিলি/লি পানি
১৬		ইকোম্যাক ১.৮ ইসি	বেগুন	জাব পোকা/ এফিডস	১ মিলি/লি পানি
১৭			ধান	লাল মাকড়/ মাইট	০.৫ লিটার
১৮		বায়োনিম ০.৩% ইসি	চা	লাল মাকড়	১.৫ লিটার
১৯	কিউলিউর	বায়োনিম প্লাস ১% ইসি	চা	লাল মাকড়সা, মাইট	১.০ এল
২০	ফ্যাটি অ্যাসিডের	নিমাজোল ১.২ ইসি	ধান	বাদামি গাছ ফড়িং	২ লিটার
২১	পটাসিয়াম লবণ	ফাইটোক্লিন	বেগুন	জাবপোকা	৫মিলি/লিটার পানি
২২	আকর্ষক লিউন-বিউটানন	কিউলিউর-বিএসি	করলা	ফলের মাছি	৭০ টি লিউর
২৩	২-ডাইমিথক্সি-৪-(২- প্রোপেনাইল) বেনজিন	ফুজি ফ্রুট লিউর	পেয়ারা	ফলের মাছি	৮০ টি লিউর

PARTNER

কর্মীরা যেসব আপত্তিকর আচরণের মুখোমুখি হয় সেসব আচরণ এড়ানো। এরূপ আচরণ যা কর্মক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে যৌন হয়রানিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে।

আরও ভাল কর্মক্ষেত্র: বড় কারখানা ও নির্মাণ কাজে প্রত্যেক পুরুষ ও নারী শ্রমিক অধিকতর ভালো কাজের পরিবেশ প্রাপ্য।

শ্রমিকের পরিবারের দেখাশোনা করা: চাকরিরত অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে নতুন বিধানে শ্রমিকদের পরিবারেরও দেখাশোনা করার বিধান রাখা হয়েছে। আগে, নিয়োগকর্তা শ্রমিক আদালতে ক্ষতিপূরণ দিতেন। এখন, একজন শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য, বা একজন শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ার ক্ষেত্রে, নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই উল্লিখিত শ্রমিকের নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীকে সরাসরি অর্থ প্রদান করতে হবে।

ছুটিতে কাজের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং শ্রমিকদের মজুরি: প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের এখন যে কোনো বড় ছুটিতে কাজে ডাকা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁকে অন্য আর ১ দিন ছুটি বা ২ দিনের মজুরির সমান আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা: ঠিকাদার শ্রমিকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন।

শ্রমিক তথ্য: ঠিকাদার বা ফার্মকে প্রতিটি পঞ্জিকা বছরের জন্য একটি শ্রমিক তথ্য রেজিস্টার বজায় রাখতে হবে (পরিশিষ্ট ৩: ফর্ম ৮)। এটি বাংলা বা ইংরেজিতে লেখা যেতে পারে।

২.১.২ অন্যান্য আইন এবং কোড

বাংলাদেশের বেশ কিছু আইন ও প্রবিধান রয়েছে যা নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কাজের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত আইন ও কোড রয়েছে–

(i) বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড, ২০০৬ (বিএনবিসি): এই কোডটিতে কর্মীদের পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু বিধান রয়েছে।

(ii) বাংলাদেশ শ্রম বিধি, ২০১৫ (বিএলআর): এই নিয়মগুলো একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং বজায় রাখার বিষয়ে নির্দেশিকা প্রদান করে। উদাহরণ স্বরূপ, নিয়ম ৫৭-এ বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য নিয়োগকর্তাদের অতিরিক্ত ফি দিতে হবে।

(iii) প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাক্ট ১৯২৫: এই আইনটি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের কর্মীদের জন্য একটি ভবিষ্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেয়। ভবিষ্যত তহবিল হল দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা যা অবসর গ্রহণের পরে কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করে।

২.২ বিশ্বব্যাংক এবং ইফাদ সুরক্ষা মানদণ্ড বা সেফগার্ড স্ট্যান্ডার্ড

বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা বিধান গুলোর মধ্যে রয়েছে–

ইএসএস ২ - শ্রমিক এবং কাজের পরিবেশ: এই স্ট্যান্ডার্ডটি ঠিকাদারকে প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য লিখিত শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিকাশ ও বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করে। এই পদ্ধতিগুলো জাতীয় আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রকল্প কর্মীদের পরিচালনার উপায় নির্ধারণ করবে।

ইএসএস ৪ - এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অন কমিউনিটি হেলথ অ্যান্ড সেফটি: এই স্ট্যান্ডার্ড প্রকল্পের সান্নিধ্যে থাকা স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ওপর জোর দেয়; বিশেষ করে নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে ঝুঁকি, সেইসাথে পানি-সম্পর্কিত, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ যা প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ফলে সৃষ্টি হতে পারে যার প্রভাব পড়তে পারে প্রকল্পের শ্রমিক ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের ওপর।

ইফাদ (IFAD) অনুসরণ করে -

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (IFAD) এর প্রকল্পগুলোর এমন কিছু সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে যেগুলো সামাজিক, পরিবেশগত এবং জলবায়ু মান বা স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করে–

সামাজিক, পরিবেশগত, এবং জলবায়ু মূল্যায়ন পদ্ধতি (SECAP): SECAP হলো নয়টি স্ট্যান্ডার্ডের একটি সেট যা ইফাদ-সমর্থিত প্রকল্পগুলোকে গাইড করে। এই মানদণ্ডগুলো জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, শ্রমের অবস্থা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে। SECAP-এ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষদের অভিযোগ প্রকাশ করার জন্য একটি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা রয়েছে।

PARTNER

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	কার্যক্রম	পরিমাপক	দায়িত্ব	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
০১	জেন্ডার সংবেদনশীল ঝুঁকি মূল্যায়ন	প্রকল্প কার্যক্রমে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি চিহ্নিত করা।	ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রতিবেদন।	সংস্থার ডিপিডিবৃন্দ, ইএস ফোকাল জেন্ডার স্পেশালিস্ট	ঝুঁকি মূল্যায়ন/নিয়মিত পর্যালোচনা।
০২	সচেতনতামূলক কার্যক্রম	কমিউনিটি ও প্রকল্প কর্মীদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ।	সচেতনতা বৃদ্ধির সেশনের সংখ্যা।	ইএস ফোকাল, জেন্ডার স্পেশালিস্ট, এসএমও।	অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ।
০৩	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।	GBV প্রতিরোধ, প্রতিবেদন এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রশিক্ষণ।	প্রশিক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	পিসিইউ এবং এপিসিইউ।	প্রতিবেদন প্রক্রিয়া নিয়মিত মূল্যায়ন।
০৪	আচরণবিধি প্রণয়ন।	সাধারণ ও শ্রম আচরণবিধি বাস্তবায়ন।	আচরণবিধি প্রণয়ন ও বিতরণ।	ইএস ফোকাল জেন্ডার স্পেশালিস্ট।	আচরণবিধি সর্বশেষ পদ্ধতিতে হালনাগাদ।
০৫	অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থা (GRM)।	GBV সম্পর্কিত অভিযোগের জন্য বিদ্যমান GRM সিস্টেম ব্যবহার।	GRM এ GBV প্রতিবেদন।	ইএস স্পেশাল জেন্ডার স্পেশালিস্ট পিসিইউ।	GRM প্রোটোকল সময়মত পর্যালোচনা।
০৬	ভুক্তভোগী কেন্দ্রিক পদ্ধতি।	ভুক্তভোগীদের সহায়তা নিশ্চিত করা।	সময়মত সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া।	ইএস ফোকাল জেন্ডার স্পেশালিস্ট পিসিইউ।	সহায়তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন।
০৭	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন।	পরিকল্পনার কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যালোচনা।	পরিকল্পনা উন্নয়নের সুপারিশ।	ইএস ফোকাল জেন্ডার স্পেশালিস্ট, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন টিম।	মূল্যায়ন ফলাফলের ভিত্তিতে পরিকল্পনা সমন্বয়।

PARTNER

স্বতন্ত্র স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি পত্র

আমি -- স্বীকার করছি যে, SEA **এবং** SH নিষিদ্ধ। দেশে (চুক্তিকৃত সংস্থা বা সাবকন্ট্রাকটেড এজেন্সি) এর একজন (কর্মচারি/ঠিকাদার) হিসেবে আমি বুঝতে পারি যে, কাজের সাইট, আশেপাশে বা সম্প্রদায়ে SEA **এবং** SH কার্যকলাপে জড়িত হওয়া এই আচরণবিধি লংঘন গঠন করে। আমি সকল ব্যক্তির সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করতে SEA **এবং** SH প্রতিরোধ করতে এবং কোন পর্যবেক্ষণ বা সন্দেহজনক ঘটনা রিপোর্ট করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি প্রকল্প এলাকায় এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই এই আচরণবিধি মেনে চলব, সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণে অংশ নেব এবং অভিযোগ রিপোর্টিং ব্যবস্থা (GRM) বা আমার ম্যানেজারের কাছে ঘটনাগুলো সম্পর্কে রিপোর্ট করব। আমি এই আচরণ বিধি লংঘনের পরিণতি জানতে পেরেছি।

নিষেধাজ্ঞা :

আমি বুঝি যে, এই কোড লংঘনের ফলে সতর্কতা, প্রশিক্ষণ. বেতন হ্রাস, স্থগিতাদেশ, সমাপ্তি বা কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে পারে।

স্বাক্ষর :--------------------------------------

মুদ্রিত নাম : ---------------------------------

শিরোনাম : ----------------------------------

তারিখ : ------------------------------------

PARTNER

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতাকে না বলুন

PARTNER

নিজেকে রক্ষা করুন, পরিবেশকে রক্ষা করুন, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) ব্যবহার করুন।

PARTNER

১.০ ভূমিকা

১.১ প্রোগ্রামের বর্ণনা

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং ইফাদ-এর অর্থায়নে পরিচালিত একটি যৌথ প্রকল্প। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মূল দায়িত্বে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)। পার্টনারের কার্যক্রম সারা দেশে ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রোগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য (PDO) হলো, খোরপোশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। এই প্রোগ্রামটি মূলত তিনটি কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে যেখানে ১০টি ডিসবার্সড লিঙ্কড ইন্ডিকেটর (ডিএলআই) ও ২৪টি ডিসবার্সড লিংকড রেজাল্ট (ডিএলআর) রয়েছে। এটি একটি 'P for R (Program for Result)' প্রোগ্রাম।

পার্টনার প্রোগ্রামটি জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮ পর্যন্ত ৭টি বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হলো- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই), বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এবং স্ট্রাটেজিক পার্টনার বা কৌশলগত অংশীদার হলো কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮টি সংস্থা যেমন- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআইএনএ), বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই), তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো ১২৫টি নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পাদন করছে যেখানে অবস্থান নির্বিশেষে শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হয়েছে বা ঠিকাদারদের দ্বারা কর্মসূচির মূল ফাংশন সম্পর্কিত কাজ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। পার্টনার এসব কাজ বাস্তবায়নের পুরো প্রোগ্রাম চলকালীন সময়ের মধ্যে কাজের ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহ মূল্যায়নপূর্বক সেসব ঝুঁকি ও প্রতিকূল প্রভাবসমূহ প্রশমনে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি)-এর মূল ফোকাস হলো পার্টনার-এর বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিক/কর্মীদের সুবিধা, সুযোগ, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১.২ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি)

এলএমপি হল একটি জীবন্ত নথি যা প্রকল্পের প্রণয়নের প্রথম দিকে তৈরি করা হয় এবং প্রকল্পের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নকাল জুড়ে তা সময় সময় প্রয়োজনে হালনাগাদ করা হয়। পার্টনার প্রোগ্রামের নির্মাণ ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়নের সময় সব জেন্ডারের শ্রমিকদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করার জন্য শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি) তৈরি করা হয়েছে। এলএমপি কৃষি মন্ত্রণালয়-ইএসএমএস-এর জাতীয় প্রয়োজনীয়তাগুলোর সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত এবং সামাজিক কাঠামোর উদ্দেশ্যগুলো বিবেচনা করে, বিশেষভাবে দুটি পরিবেশগত এবং সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড (ESS) এর উদ্দেশ্যের সাথে মিল রাখা হয়েছে: একটি হলো স্ট্যান্ডার্ড ২ 'শ্রমিক ও কাজের পরিবেশ (ESS2)' এবং অন্যটি স্ট্যান্ডার্ড ৪: 'কমিউনিটি হেলথ অ্যান্ড সেফটি (ESS4)'। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব নিরূপণ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত শ্রমিক/কর্মীদের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং প্রভাবগুলো চিহ্নিত করছে, কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় সামাজিক গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাও এর সাথে জড়িত।

১.৩ এলএমপি-এর লক্ষ্য

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি)-এর মূল লক্ষ্য হল বাস্তবায়িত কৃষি প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানের চর্চা নিশ্চিত করা। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি) তৈরি করা হয়েছে ন্যুনতম জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মান মেনে চলার জন্য, যার মধ্যে রয়েছে–

- সংগঠন ও সম্মিলিতভাবে দর কষাকষি করার স্বাধীনতা।
- বৈষম্যহীন সুযোগ ও অধিকারের সমতা।
- জেন্ডার নির্বিশেষে যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদানের প্রতি সাড়া দেওয়া।
- শিশুশ্রমিক থেকে মুক্ত থাকা।
- শ্রমিকদের কাজে জবরদস্তি বা বাধ্য না করা।
- অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি)
Labour Management Plan (PMP)

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন,
এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

PARTNER

প্রধান উদ্দেশ্য

পার্টনার প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য হলো একটি অন্তভুক্তিমূলক কৃষি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নারী, তরুণ ও পুরুষ নির্বিশেষে সমান সুযোগ পাবে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, সবাই তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। এটি অর্জনের জন্য আমরা একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করব যা :

- সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করবে।
- প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন করবে।
- একটি টেকসই ও সমৃদ্ধ কৃষি সমাজ গড়ে তুলবে।

আমাদের উদ্দেশ্য

আমরা পার্টনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কৃষি পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেখানে নারী, তরুণ ও পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ পাবে। আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করা যা কৃষিখাতে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে। এই পরিবেশে

- নারীরা প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, যা তাদের দক্ষতা উন্নত করবে।
- পুরুষ ও নারী উভয়েই নেতৃত্বের সুযোগ পাবে, যা তাদের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরাণ্বিত করবে।
- প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং তথ্যসমৃদ্ধ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উভয়ের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হবে।

আমাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে চাই সবাই তাদে পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌছাতে পারে এবং কৃষি উন্নয়নের সুযোগে সমানভাবে উপকৃত হয়। একটি দৃষ্টিভঙ্গি নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈশম্য দূর করবে এবং একটি টেকসই ও সমৃদ্ধ কৃষি সমাজ গড়ে তুলবে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

যখন সবাই সমান সুযোগ পায়, তখন পুরো সম্প্রদায় আরো শক্তভাবে উন্নতির পথে হাটে। জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি মানে নতুন নতুন ধারণা, শক্তিশালী অর্থনীতি এবং টেকসই সমাধানে নারী, তরুণ ও পুরুষদের সমন্বয়।

মূল লক্ষ্যসমূহ

১. সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

লক্ষ্য : সব প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প কার্যক্রমে কমপক্ষে ৪০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

আমাদের করণীয় ও ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণের সময় আরো সুবিধাজনক করা :

- নারীদের অংশগ্রহণ সহজতর করতে প্রশিক্ষণের সময়সূচি পুনর্বিন্যাস করা হবে।
- প্রচলিত সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত সময়সূচির পরিবর্তে বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণের পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- এটি নারীদের জন্য বাড়ির কাজ এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালন শেষে প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।
  শিশুদের যত্নের জন্য সেবা প্রদান
- প্রশিক্ষণ স্থানে একটি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে যেখানে একজন সেবাদানকারী থাকবেন।
- এই কেন্দ্র নারীদের তাদের সন্তানদের নিরাপদ পরিবেশে রেখে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবে।
- এতে নারীরা প্রশিক্ষণ চলাকালীন মানসিক স্বাস্থ্য অনুভব করবেন এবং তাদের অংশগ্রহণের হার বাড়বে।
  প্রশিক্ষণ স্থান সহজলভ্য করা

প্রশিক্ষণ স্থান গ্রামের কাছাকাছি স্থাপন করা হবে যাতে অংশগ্রহণকারীরা সহজে যাতায়াত করতে পারেন।

এতে যাতায়াতের সময় এবং খরচ কমবে, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

নারীদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারীদের সমান অংশগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত হবে। নারীদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে, যা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

সম্পদ দিয়ে ক্ষমতায়ন করা

লক্ষ্য : নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে সরঞ্জাম, প্রযুক্তি, ঋণ এবং জমি পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা, যা তাদের আর্থিক ও পেশাগত ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করবে।

এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল সেফগার্ড টিমের কথা

জেন্ডার স্পেশালিস্টের কথা

জেন্ডার সমতা কেবল একটি আকাঙ্ক্ষা নয় বরং প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)-এর সাফল্য এবং স্থায়িত্বের ভিত্তি। এই টুলসের মধ্যে, জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনা এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ পরিকল্পনা সকলের জন্য, (বিশেষ করে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন সময়ে সামাজিকভাবে পদ্ধতিগত কিছু বাধার মুখোমুখি হল) তাদের জন্য একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ক্ষমতায়নমূলক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিচ্ছি।

নেতৃত্বের ভূমিকায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সম্পদ ব্যবহারে বাধা দূর করা এবং কার্যক্রম পরিচালনায় জেন্ডার-সংবেদনশীল অভিযোগ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করার মতো ইচ্ছাকৃত এবং প্রভাবশালী উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা সমাজের সকল সদস্যের জন্য ন্যায়সঙ্গত অংশগ্রহণ এবং সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। এই পদক্ষেপগুলো কেবল নারীদের উন্নত করার জন্যই নয় বরং বৃহত্তর সামাজিক অগ্রগতি চালিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, কারণ জেন্ডার অন্তর্ভুক্তি উদ্ভাবন, স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণ বৃদ্ধি করে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল অংশীজনদের সক্রিয় সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি সম্পৃক্ত সকল- বাস্তবায়নকারী সংস্থা, নীতিনির্ধারক, সম্প্রদায়ের নেতা, কর্মী ও প্রোগ্রামের উপকারভোগীদের উদ্দেশ্য এবং সংকল্পের সাথে এই প্রয়াসগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। একসাথে, আমরা এমন একটি ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি যেখানে কেবল নারীর সমতা নয়, বরং জেন্ডার সমতা কৃষি রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে, যা ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ও টেকসই ফলাফল নিশ্চিত করবে।

ড. নছিবা আক্তার
জেন্ডার স্পোশলিস্ট, পিসিইউ, পার্টনার

জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা গড়ে তুলুন

শ্রমিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এলএমপি)
Labour Management Plan (PMP)

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল রুরাল ট্রান্সফরমেশন অফ নিউট্রিশন,
এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

PARTNER

শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা দিন

PARTNER

আর নয় জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতা (No GBV)